নিবেদন
Nibedan

দুর্গা পূজা ২০০৯ বিশেষ সংখ্যা

Durga Puja 2009 Special Issue

Volume 13, Issue 2
27 September 2009

Editor
Dr Amal Chakraborty

Design & Compose
Nirmal Chowdhury

Publisher
On behalf of-
Bangladesh Society for Puja & Culture Inc.
Dr Amal Chakraborty
Public Relations Secretary

Contact
Nibedan
PO Box 1151
Ashfield NSW 1800
prs_bspc@yahoo.com.au

Contact Phone

Amal Chakraborty	0422 473 881
Nirmal Paul	02 9863 2644
Nirmalya Talukder	0401 227 529

সম্পাদকীয়

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্ত স্যৈ নমস্ত স্যৈ নমস্ত স্যৈ নমো নমঃ

শরতের শিউলী ফোঁটা সকালে সবাইকে শারদীয়া দুর্গোৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা। বছর ঘুরে আবারও আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন 'বাংলাদেশ সোসাইটি – পূজা ও সংস্কৃতি'র (বি.এস.পি.সি) বাৎসরিক সার্বজনিন দুর্গোৎসব সিডনীর বাঙ্গালীদের মধ্যে আনন্দের উৎস নিয়ে উপস্থিত। পূজা সহ সংগঠনের অন্যান্য অনুষ্ঠানের সফল বাস্তবায়ন আমাদের নতুন প্রজন্মের সার্বিক অংশগ্রহনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে এজন্য আমরা মুগ্ধ। প্রতিবারের মত এবারও আমরা চেষ্টা করেছি আদ্যাশক্তি মহামায়ার শুভাগমনকে বিশেষ রূপে উপস্থাপন করতে। এসময়ে বৃহত্তর সিডনীর এপার–বাংলা ওপার–বাংলার বাঙ্গালীদের স্বতস্ফুর্ত উপস্থিতি বি.এস.পি.সি'র সার্বজনীন দুর্গোৎসবকে মহিমান্বিত করেছে।

অশুভ শক্তির বিনাশে এবং শুভ শক্তির বিকাশে দেবী মা দুর্গার আশীর্বাদকে সঙ্গে নিয়ে বি.এস.পি.সি'র মূখপত্র এবারের 'নিবেদন' প্রকাশ পেল। আমাদের এই অত্যন্ত সুপরিচিত 'মাধ্যমকে' প্রকাশ পেতে যাঁরা সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের নিয়মিত সনামধন্য লেখক–লেখিকা, বিশেষ করে অতিথিবৃন্দ যাঁরা তাদের সুন্দর উপযোগী লেখার মাধ্যমে এবারের 'নিবেদন'কে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ আমি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের নতুন প্রজন্মের ছোট ছোট ছেলে–মেয়েদের লেখা আমাদের ভালকাজের অনুপ্রেরণার মূল উৎস, ওদেরকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন। সর্বোপরি সোসাইটির সকল সম্মানিত সদস্য–সদস্যাগন, নির্বাহী কমিটির সকল সম্মানিত সদস্য–সদস্যা এবং বিজ্ঞাপনদাতা যাঁদের কারনে এই প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে তাঁদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিবেদন করছি এবারের 'নিবেদন'।

– ডঃ অমল চক্রবর্তী

এ বিশেষ সংখ্যায়

সম্পাদকীয়	১
শুভেচ্ছা	২
মহাদেবী মহামায়া – *লিটু পোদ্দার*	৪
মূর্তি ভাঙ্গা বন্ধ না হলে..... – *অজয় দাশগুপ্ত*	৫
My Abandoned Love — *Shashanka Das*	৫
Durga Puja in the Life of Bangali... - Birupakha Paul	৬
চন্ডী বন্দনা – *রীতা সাহা*	৬
মাতৃরূপেণ সংস্থিতা – *ডঃ রতন কুন্ডু*	৬
অষ্টমী পূজো – *দীপ্তি চক্রবর্তী*	৭
সোসাইটি সংবাদ	৮
কাঁই না না, কাঁই না না...– *অরুণ চক্রবর্তী*	৯
জহরদার বিয়ে – *অশোক রায়*	১০
বাংলা সাহিত্যে Parody – *ডঃ সন্তোষ কুমার রায়*	১১
CPCL News	১২
Youngsters Page	13

Executive Committee

President
Mr Nirmal Paul
☏ 02 9863 2644

Vice President
Mr Nirmal Chowdhury
☏ 02 9672 7117

General Secretary
Mr Nirmalya Talukder
☏ 0401 227 529

Assistant General Secretary
TBA
☏

Treasurer
Mr Utpal Shaha
☏ 02 9666 8587

Cultural Secretary
Mr Dhruba Bhowmik
☏ 0433 135 077

Publications Secretary
Dr Amal Chakraborty
☏ 0422 473 881

Executive Members
Dr Nilima Paul
☏ 02 9863 7377

Mrs Puspa Rani Paul
☏ 02 9311 0795

Dr Ashutosh Barai
☏ 02 9661 6948

Dr Ratan Lal Kundu
☏ 02 9311 2626

সভাপতির নিবেদন

দেবী দুর্গা দশভূজা, দেবী অসুরমর্দিনী, দেবী সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সৃষ্টি ও শিষ্টের লালনে শত্রুসংহারকারিনী মূর্তিমান। আদ্যাশক্তি দেবী মাতৃরূপিনী–দেবী মহামায়া, সংযমী, দেবী মা দূর্গা দৈত্যরোধে যুদ্ধাংদেহী। দেবী নৈতিকতার চরম অবক্ষয়রোধে কঠোর, অথচ সৌন্দর্য ও শালীনতা রক্ষণশীলতায় তুলনাহীন। অন্যায়, অবিচার, অহংকার, হিংস্রতা ও অমানবিকতা প্রতিরোধে মাতৃরূপিনী দেবী ঐক্যবদ্ধ, ধীর ও বুদ্ধিদীপ্ত, তবে রণকৌশলী, নির্ভিক এবং বিজয়িনী। অসুরত্ব, অন্যায় ও অসত্য এ ভবধামে ক্ষণস্থায়ী। সত্য ও ন্যায় অবিনস্বর, অপ্রতিরোধ্য ও চিরস্থায়ী, তবে সময়সাপেক্ষ।

পবিত্র এ দিনের পূণ্যতিথিতে আসুন সকলে রণবেশী দেবীর মূর্তমান দৃশ্যের ন্যায় আমাদের অন্ত ও আন্তস্থিত অসুরত্ব শক্তিকে দমন করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওযার শক্তি র্অজনের বর প্রার্থনা করি এবং আমাদের এই সুন্দর সমাজ ও সৃষ্টিকে করে তুলি উপভোগ্য ও আনন্দমূখর।

দেবী মহামায়ার আশির্বাদ সোসাইটির সদস্য–সদস্যাসহ সকলের জন্য বিবাদ ও বিভেদ অতিক্রম করে কল্যান ও সুমতি বয়ে আনুক, এটাই হউক দেবীর শ্রীচরণে সম্মিলিতভাবে আমাদের আজকের প্রার্থনা।

নির্মল পাল

Greeting from the General Secretary

We welcome you to rejoice our devout ritual “Ma Durga Puja”. In spite of living in a multicultural society, we have been able to nourish our religious values and customs. Like every year, we have arranged celebration of ‘Ma Durga Puja’ festival this year with broader perspectives, especially by arranging the events of the day at ‘Ma Durga’ Temple.

‘Ma Durga’ is the symbol of victory over the evils and is the ‘Goddess of Strength’ for establishing peace and harmony. Peace is very much necessary for living. I thank all of you for joining us on this religious day for praying to ‘Ma Durga’. I believe that your presence will encourage us and our new generation to contribute to build a peaceful Society, where we all can live in harmony with others.

I thank members of our Society for their valuable participation and contribution to make this sacred ritual successful. Hope we all will enjoy and will be blessed by “Ma Durga”.

Nirmalya Talukder

Durga: Goddess of Power against Evil

পূজো মানে কি?

পূজো মানে নীল আকাস, শীতল হাওয়ায় শিউলির সুবাস,
পূজো মানে পথ চাওয়া... কোন আপনকে ফিরে পাওয়া,
ভোরের বেলায় শিশির ছোঁয়া।

পূজো মানে পাগল মন., অবুজ কিছু, চন্‌মন্‌।
নতুন কাপড়ের কড়কড়ানি, আর মহালয়া–ই মা কে বরণ।
পূজো মানে হাসির ছোটা, কল কল কথা আর সাজাগোজা।
মায়ের কাছে আবদার, আর গরম পূজোর বাজার।

পূজো মানে আকাসের গায়ে, পেঁজা তুলোর মত ভাসা
নতুন বছরের জন্য প্রাণ ভরে নেয়া আসা,
ধুনোর গন্ধে ঢাকের বাদ্যি আর অষ্টমীর অঞ্জলি।
প্রার্থনা আর পাড়ায় পাড়ায় আগমনি,
পুজো মানেই, বন্ধু আমার বাঙ্গালীর প্রাণ,
পূজো মানে আমাদের সম্মিলিত গান।

(সংগৃহীত)

মহাদেবী মহামায়া

– লিটু পোদ্দার

মার্কেন্ডেয় পূরাণের অন্তর্গত চন্ডীতে উল্লেখ আছে, তুমি দুর্গম ভবসাগরে নৌকা– স্বরূপ বলেই দুর্গা– "দুর্গামি দুর্গ ভবসাগর নৌরসঙ্গা" অর্থাৎ দুস্তর সংসার সমুদ্রের নৌকা। আরো উল্লেখ আছে, ভব দুর্গম সাগর যিনি পার করান তিনি দুর্গা– "দুর্গায়ৈ দুর্গাপরায়ৈ"।

আবার তিনি দুর্গম নামক এক দস্যুকে বধ করে দুর্গাদেবী নামে খ্যাত হন– এর উল্লেখ চন্ডীতে রয়েছে। দুর্গা শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কোন পন্ডিত মন্তব্য করেছেন যে, দুর্গ রক্ষাকারিনী দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন দুর্গা। দেবী পূরাণের দুর্গাস্তব উল্লেখ্য– "ত্বং হি দুর্গে মহাবির্যে দুর্গে দুর্গ পরাক্রমে" ইত্যাদি। দেবী ভাগবতে– "নগরেহত্র ত্বয়া মাতাঃ স্থাতর্ব্যং মায়া সর্বদা"। পূরাণে এবং দেবী ভাগবতে আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই মহাদেবী দুর্গা নগরপালিকা এবং এক শক্তিময়ী মহাদেবীরূপে আবির্ভুতা, এক মহাদেবী–রূপ পরিগ্রহ করেছেন দুর্গাদেবীরূপে।

দেবী পূজার ইতিহাসে দেবীর রূপ–বৈচিত্রে দেখতে পাই পার্বতী উমার ভাবটি যা শাস্ত্রধারিনী, অরিমর্দিনী রূপের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। উমার ভাবটি প্রথমে কণ্যারূপে, পরবর্তীতে জননী এবং স্নেহময়ী মাতারূপে। কিন্তু এ মহাদেবীর রূপটি হলো ভয়ঙ্করী, রণোন্মাদিনী, অসুরদলনী ইত্যাদি। দেবী দুর্গার এই ভাবের বিকাশ ঘটেছে দুর্গা, চন্ডী, কালী প্রভৃতির মধ্যে। এভাবে সর্বাধিক প্রকাশ চন্ডীরূপে। চন্ডীশাস্ত্রে এক পরমাদেবীর মাহাত্ম বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়।

এই দেবী কখনও ভগবতী, পরমেশ্বরী দুর্গা, অম্বিকা প্রভৃতি নামে বর্ণিতা। আবার গৌরদেহী বলে আখ্যাতা। আবার ভীমা, ভ্রামরী ইত্যাদি নামেও পরিচিতা। চন্ডীতে আমরা উমা নামের কোন উল্লেখ দেখি না, তবে পার্বতী নামের উল্লেখ আছে। এখানে পর্বতকণ্যা পার্বতী রূপে নয়, পর্বতবাসিনী পার্বতীরূপে পার্বতী উমা ধারাটি এখানে স্বতন্ত্র বলেই মনে হচ্ছে।

চন্ডীগ্রন্থে তিনটি প্রধান ঘটনায় দেবীর মহিমা প্রচারিত হয়েছে। প্রথম– দেবীর সহায়তায় বিষ্ণু কর্তৃক মধু–কৈটভ অসুর নিধন, দ্বিতীয়– স্বয়ং দেবী কর্তৃক মহিষাসুর বধ, এবং তৃতীয়– শুম্ভ–নিশুম্ভ বধের সময় দেবীকে হিমালয়বাসিনী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এইটুকুই হিমালয়ের সঙ্গে দেবীর সম্পর্ক। পার্বতী উমার রূপটি এখানে মোটেই স্পষ্ট নয়।

চন্ডীতে দেবী শিবশক্তি হিসাবে তেমন পরিচিতা নন। মধু–কৈটভ বধের সময় দেবী হলেন জগৎপতির যোগনিদ্রা– যোগমায়া। এই যোগনিদ্রা জগৎপতি বিষ্ণুর স্ত্রী মিত্বারূপা নিত্যাশক্তি, স্তিমিতাশক্তি ক্রিয়াহীনা। কাজেই স্তরের দ্বারা ব্রহ্মা এই শক্তিকে নিস্তরঙ্গা দেবীকে জাগ্রত করলেন। এর ফলে অসুর নিধন ক্রিয়া সম্ভবপর হল।

এই স্তৈমিত্ব চন্ডীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই স্তৈমিত্বরূপিনী নিস্ক্রীয়া সমবায়িনী শক্তি বিষ্ণুর নিদ্রা–শক্তি। এখানে শক্তির বোধনের দ্বারা শক্তিকে তরঙ্গময়ী করে তুলতে পারলেই জগৎস্বামী ক্রিয়াশীল হবেন। ব্রহ্মাস্তরের দ্বারা বিষ্ণুদেহ হতে এই শক্তিকে জাগ্রত করেছিলেন বলে অসুর বিনাস সম্ভব হল।

দেবী দুর্গা বিষ্ণু–শক্তিরূপে বিশেষভাবে পরিগণিতা। চন্ডীতে কত নামেই এ দেবীর বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা। আবার তিনি প্রণয়রূপা, সাবিত্রী, দেবজননী, সৃষ্টি–স্থিতি–সংহার–কারিনী। তিনি আবার ত্রিগুণাত্বিকা প্রকৃতি কালরাত্রি (ব্রহ্মার লয়কারিনী), মহারাত্রি (জগৎ লয়কারিনী), এবং মোহরাত্রি (জীবের লয়কারিনী)। এই দেবী আবার মার্গনীঃ শুলিনী, খোরা, গদিনী, চক্রিনী ইত্যাদি। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে বিষ্ণু শক্তি অসুরনাশিনী দেবীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। দেবীর অসুরনাশিনী রূপের মধ্যে মহিষাসুর–মর্দিনী রূপটি অতি প্রাচীন এবং প্রধান। শারদীয় দুর্গা–পূজায় এই মহিষাসুরমর্দিনী রূপটি প্রাধান্য লাভ করেছে।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। আমাদের সকলের মধ্যেই কিছুটা দুর্যোধন, কিছুটা যুধিষ্ঠির, আবার আমরা অনেকেই অন্ধ ধৃতরাস্ট্র। আমাদের পরিবার, সমাজ, রাজনীতি.... জীবনের সবটায় আজও মহাভারতের প্রতিবিম্ব।

গীতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হলো শেষের শ্লোকটাতে। বর্ণাশ্রম ধর্ম, নিস্কাম কর্ম ইত্যাদি নানা কিছুর পর শ্রীকৃষ্ণ বললেন– "যথেচ্ছমি তথা কুরু"। হে অর্জুন, অনেক কথা বললাম। এবার ঠিক–ঠাক বিচার করে যা ইচ্ছা তাই করো। এর থেকে বড় গনতন্ত্র কোথায়? গনতন্ত্রে তো বিরোধীরাও থাকে। যুক্তি এবং বিতর্কই গনতন্ত্রকে প্রসারিত করে।

প্রত্যহ প্রাণীদের মৃত্যু হয়, তবু অবশিষ্টেরা চিরকাল বাঁচতে চায়। এর চেয়ে বড় আশ্চর্য আর কী হতে পারে? দুর্দান্ত! মহাভারতের শেষটা ভাবুন। যুধিষ্ঠির দেখছেন, দুর্যোধন স্বর্গে আর তার আপন ভাইয়েরা এবং দ্রৌপদি নরকে। আমিকি স্বপ্ন দেখছি? চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি। অস্তিত্বের হাহাকার।

এই পৃথিবীতে ভাল কাজ করলেই ভাল ফল হয় না।

BSPC believes in and Values Mutual Respect, Friendliness, and greater Unity among Members. Let us work together in building a strong BSPC Organization.

মূর্তি ভাঙ্গা বন্ধ না হলে সম্প্রীতিও হবে না

– অজয় দাশগুপ্ত

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে কতগুলো অঘটন ঘটবেই। কিছু অনিয়ম অনাচার ক্রোধ উন্মত্ততাও নিয়ম হয়ে আসে। অগ্নিকাণ্ড হবে, সর্বহারা তথা অতি বিপ্লবীর নামে দক্ষিনাঞ্চলে নাশকতার ঘটনা ঘটবে, জায়গায় জায়গায় জঙ্গীবাদের চর্চা বাড়বে, হঠাৎ বেড়ে যাবে ধর্মীয় জোস এবং সাম্প্রদায়িকতা। বঙ্গবন্ধুর শাসনামল থেকে শেখ হাসিনার দু'দুবার ক্ষমতায় দেখলাম আরও একটি ব্যাপার এখন নিশ্চিত। সংখ্যালঘু নামে পরিচিত হিন্দুদের মূর্তিভাঙ্গাও বাদ যাবে না।

ঈদ এখন দুয়োরে। সিয়াম সাধনার পবিত্র মাসটির পর শুরু হবে ঈদ উৎসব। এবার ঈদের পর পরই শারদীয় দুর্গাপূজার তিথি পড়েছে, ফলে ঈদ ও পূজার বাজার জমে উঠেছে যৌথ ভাবে। বাঙালি হিন্দুর ঘরে ঘরে শারদ উৎসবের ডাক্। মহালয়া পেরিয়ে ষষ্ঠী, অতঃপর দেবীদুর্গার আগমন। নিয়ম মাফিক প্রতিমা নির্মানের কাজও শেষ হবার কথা, অথবা শেষ পর্যায়ে। মূর্তি নির্মানের অপূর্ব আনন্দ যুগপৎ শৈল্পিক ও ধর্মীয়। হিন্দু ঘরে জন্মাবার সুবাদে ছেলেবেলা থেকে মূর্তি বানানোর নৈশকালীন স্মৃতি রয়েছে। সে এক আনন্দঘন অভিজ্ঞতা। আগের দিনে জমিদার নামে পরিচিত ধনী হিন্দুদের বাড়ীতেই পূজা হতো। দুর্গাপূজা নিঃসন্দেহে ব্যয়বহুল। পাঁচদিন ব্যাপী, কোন কোন ক্ষেত্রে ছয় সাত দিন পর্যন্ত চলে এই আনন্দ আয়োজন। সকালে, মধ্যাহ্নে ও রাতে সমাগত অতিথি আপ্যায়ণ, প্রসাদ বিতরণ, ঢাক ঢোল, নৈবেদ্য আর শাস্ত্রাচার নিতান্তই ব্যয় সাপেক্ষ। ফলে সার্বজনীন পূজা অর্থাৎ দশে মিলে করা ব্যতীত দুর্গাপূজার ব্যক্তি আয়োজন খুব একটা চোখে পড়বে না। তবে সে জমিদার বাড়িতেই হোক আর কারিগরের কর্মশালাতেই হোক দেবী ও তাঁর পুত্র কন্যা, অসুর, মহিষ, সিংহ নির্মানের ধূম পড়ে শারদ উৎসবের অনেক আগে থেকেই। গ্রাম বাংলায় এ এক বিরল অভিজ্ঞতা। রাতের অন্ধকার ফুঁড়ে আকাশে জুড়ে থাকে রূপালী থালার মতো চাঁদ। যতদূর চোখ যায় শিশির ভেজা মাঠ, বিন্দু বিন্দু মুক্তো দানার মতো চক চক করে উঠা ঘাস, কোথাও মৃদু ঢাকের শব্দ, অথবা একটানা ঝিঁঝির আওয়াজ, এর ফাঁকে চলে প্রতিমা নির্মান। স্কুল কলেজ এমনকি শিশুপাঠে হাতেখড়ি হয়নি এমন মৃৎশিল্পীদের যাদুর ছোঁয়ায় প্রতিমা হয়ে উঠে জীবন্ত। দুর্গার মুখ খানি দেখে মনে হয় এ যেন চির চেনা কোন জননী। যেদিন তাঁর শরীরে রং লাগে, চোখে মুখে তুলি দিয়ে শিল্পী অথবা কারিগর শেষ বার স্পর্শ বুলিয়ে দেয়, মনে হয় যেন সত্যি জেগে উঠলেন তিনি।

সবাই বলেন আমরা এগুচ্ছি। বিশ্বায়ণে খুলে যাওয়া পৃথিবী দেখে সভ্য ও শিক্ষিত হচ্ছে মানুষ। সত্যি কি তাই?

পূজো যখন আসি আসি করছে ঠিক তখনই শুরু হয়েছে প্রতিমা ভাঙ্গার তান্ডব উল্লাস। কাগজে দেখলাম দিনাজপুর ও অন্যান্য অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ঘটনায় প্রতিমা ভেঙ্গে দেয়ার উত্তেজক খবরাখবর। ঐ যে বলছিলাম আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় এলেই তা হয়। হতে থাকে। প্রগতিশীলরা বলেন, প্রগতিকে বেগতিক করে তোলার জন্য জঙ্গীবাদীদের চক্রান্ত। মানলামই না হয়। কিন্তু কাঁহাতক? বায়াত্তরে যা সম্ভব ছিয়ানব্বইয়েও তা সম্ভব, এমন কি দু'হাজার নয় সালেও? প্রশাসন কি আঙ্গুল চোষেন? না চোখে ঠুলি দিয়ে ঘুমোতে যান? যে সরকার বা প্রশাসন জানে যে এমনটা হতে পারে, তারা কি কেবল জুজুর ভয় দেখিয়ে সাত খুন মাফ পেয়ে যাবেন? এ বড় ব্যর্থতা! এ বড় অপমানের বিষয়।

বাঙালি হিন্দুর একার নয়, এ অপমান প্রগতিশীল বাঙালির। শারদীয় দুর্গাপূজা অনেক কাল থেকে সার্বজনীন শারদ উৎসবে পরিণত হয়েছে। শহরে, ন গরে, গ্রামে, বন্দরে এর রূপ এর সংশ্লিষ্টতা, জাতীয় জীবনে এর প্রভাব দেখলেই তা বোঝা যাবে। জননী সেতো একক কোন সম্প্রদায়ের মা নয়। তাছাড়া মূর্তি ভাঙ্গার অহেতুক উত্তেজনাতো কেবল ধর্মে নয়, জাতীয় ভাস্কর্যেও দৃশ্যমান। তাকে গুঁড়িয়ে দেয়ার কারন কি, কি এর নেপথ্য মনস্তত্ব?

এ কি অপ–উত্তেজনা? এ কোন ধরনের ধর্মচিন্তা? বাঙালি কারিগর মাটির প্রতিমায় জননীকে মূর্ত করতে চায়। মাটি রং তুলি ও কাদায় তৈরী হয় শিল্পের অনন্য প্রতিমা। কারা তাকে ধ্বংশ করতে চায়? কারা তা দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে ভেঙ্গে দিতে চায় সম্প্রীতির অটুট বন্ধন? এরা অচেনা নয়, অজানা কেউ নয়। আমাদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা এই শয়তানেরাই নাম মাত্র মূল্যে জমি কিনে নিয়ে হিন্দুদের ভারতে পাঠায়, তাদের কন্যা জায়া জননীর প্রতি লোভের হাত বাড়ায়। এরাই ভোট বা অন্য কোন রাজনৈতিক কারনে দাঙ্গা বাধায়, আদিবাসীদের ভুমি লুণ্ঠন করে। সুবিধামতো কাদিয়ানী আমেদিয়া ফতোয়া তুলে বিধর্মী জিকিরে ফায়দা নিতে চায়। আমাদের নারী জাতির তথা মা বোনদের প্রতি এদের আছে অশ্রদ্ধা আর জন্মগত ক্রোধ। নারীর উত্থানে ভীত, মায়ের শক্তিতে উদ্বিগ্ন, ভয়ার্ত সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধরা মূর্তি ভেঙ্গে সে সত্যই প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে। দিন বদল বা সময় বদল করতে হলে এদের নিশ্চিহ্ন করার বিকল্প নেই। শারদীয় দুর্গা উৎসবের আগে এমন ঘৃণ্য কাজ যেন আর একটিও ঘটতে দেয়া না হয়। ভয়হীন স্বাধীন উৎসব আচরণ ব্যতীত সম্প্রীতি বা দেশ গড়ে তোলা কোনটাই সম্ভবপর নয়।

dasguptaajoy@hotmail.com; 19/09/09

My Abandoned Love

- Shashanka Das

My sweet heart!
I saw you running,
Possibly you were roaming...
You were so cute.
My heart was warming-
to love you at once.
I was fearing you could be others'!
I was pursuing to make you ours.
You look at me with
the eyes of love!
Could be, you also wandering me?
Lastly you were mine.
I bought you.
It was my puppy
He was Pue.

Durga Puja in the Life of Bengali Hindus

- Birupaksha Paul

Why are Bengalis so passionate about celebrating Durga Puja? Why is Durga Puja the greatest religious festival among Bengali Hindus? If we were to discuss the answers to these questions thoroughly, we would probably end up writing a book. Instead, this writing intends to touch only a few vital points in regards to the popula-rity of Durga Puja among Bengali Hindus.

The historical origin of Durga Puja goes back to the age of Rama Chandra. While fighting with Ravana, who was favored by the goddess Durga, Rama found it difficult to win the war. It was clear to Rama that Ravana would remain invincible as long as Devi Durga continued to protect her devotee, Ravana. Hence, Rama decided to worship the goddess Durga in order to win her favor. Pleased by the devotion and rationality of Rama, Durga gave Rama the power to win the war against Ravana. Since then, worshiping Durga has become a symbol of recovering from distress and sufferings of all sorts.

Bengali Hindus liked this symbol more than any other races in India. As Bengalis are generally introverted, they become easily fragile in the face of adversities. They find a better peace of mind in worshiping such a spiritual power as Durga, who is specialized in protecting her disciples and eradicating all sufferings from their lives. The name 'Durga' originates from the word 'Durgati' which means distress, sufferings, or misery. Durga is believed to destroy all these dangers and afflictions in the lives of her devotees.

Although Bengali Hindus did not belong to a matrimonial society, the 'mother,' which they call '*Ma*' occupies a central and emotional place in their psychology. While the 'father' symbolizes financial security, the 'mother' signifies a lovely and emotive existence in life. *Ma* is the symbol of attachment, care, the deepest feeling along with respect, emotion, and what not! Hence, worshiping a power in the form of *'Ma'* gives a special enrichment to the hearts of Bengali Hindus.

This autumn festival in celebration of Durga Puja enables Bengalis to arrange family reunions and re-vitalize family ties in a joyful way within their cultural milieu. The devotees feel a sense of security, love, and virtue in the rituals of Durga Puja. The great goddess symbolizes strength and motherhood in a unique way to her followers. That is why Bengali Hindus are so passionate about celebra-ting Durga Puja.

[Cortland, NY, August 27, 2009]

চন্ডী বন্দনা

– রীতা সাহা

যে অসুর মানুষের মনের সুরকে
করে দেয় নষ্ট, যাদের বৈরিতা
দগ্ধ করে তোলে মানুষের হৃদয়,
সেই অন্তর্গত অসুরকে তুমি নাশ করো।

যে আসুরিক প্রতিপত্তি
মন থেকে মুছে দেয় প্রিয় মানুষের ছবিগুলো
সারল্য কেড়ে নেয় আর
তীব্র ভাবে নষ্ট করে মানুষের বাগানে ফুল ফোটানো–
সেই আসুরিক দর্প তুমি হরণ করো।

যাদের কর্কশ কলরবে
পূর্ণ আজ পৃথিবীর সুন্দর গানগুলো
যাদের রক্তচক্ষুর ইশারায় মানুষ আজ
কম্পিত, আত্মবিবরমুখি–
প্রচন্ড গর্জনে আর অসীম সাহসে
তুমি তাদের করে দাও নীরব, নিথর।

মানুষের অন্তরের অসুরকে
নিধন করবার শক্তি যার হাতের মুঠোয়–
সেই অন্তরতর, প্রচন্ড চন্ডিকার জন্য
প্রণাম সহস্রবার।

মাতৃরূপেন সংস্থিতা

– ডঃ রতন কুন্ডু

শোনেন শোনেন সুধীজন
মায়াবতী মায়ের কথা
জন্মের পরে প্রথম বুলি
আপদ–বিপদ–শোকে দুঃখে

মা বল, মাম বল
সারা বিশ্বে একই ডাক
মায়াময়ী স্নেহভরা
পরম নিশ্চিন্ত শিশু

আহার বল নিদ্রা বল
মাতা তাই সদা হাস্য
সন্তানের দুঃখে কষ্টে
ব্যথা দূর করেন মাতা

মাতৃময় এ রূপ শুধু
বিশ্বব্যাপী প্রাণী কুলেও
উচ্চকিত সারাক্ষণ
নিশিদিন প্রতিদিন

মায়ের বিকল্প কিছু
মাতৃরূপ অপরূপ
মায়ের করুণা কথা
অন্তরের আত্মা দিয়ে

মাতৃরূপ নিয়ে তাই
এক দেবী আসে যায়
সবারই মাতা তিনি
বিশ্বশান্তি ফিরে পেতে

শোনেন দিয়া মন,
করিব বর্ণন।
মা দিয়ে হয় শুরু,
মা'ই কল্পতরু।

মাম্মি বল তারে,
বাজে বারে বারে।
মায়ের এই কোল,
আধো আধো বোল।

মায়ের কোলেই হয়,
পরম আশ্রয়।
মায়ের কষ্ট হয়,
জরা, মৃত্যু, ভয়।

মানুষ কুলেই নয়,
মায়েরই হৃদয়–
সন্তানের কুশলে,
তাদেরই মঙ্গলে।

এ জগতে নাই,
মায়ের কোলেই ঠাই।
বর্ণন না যায়,
বুঝে নিতে হয়।

বাহিরে অন্তরে,
পবিত্র অম্বরে।
অসুরনাশিনী
তাকেই প্রণমি।

অষ্টমী পূজো

– দীপ্তি চক্রবর্তী

জানালা খুললেও দীপার ঘর থেকে পার্ক দেখা যায়। সুন্দর সাজানো পার্ক। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই দু–চোখ ভরে পার্কটিকে দেখা দীপার অভ্যাসে দাড়িয়ে গেছে। নিঃশ্বাস নেয় প্রান ভরে। আজ বেল, শিউলির গন্ধে ম–ম করছে বাতাস। পূজো আসছে তাই আকাশে বাতাসে চেনা গন্ধ।

পূজো যেমন আনন্দের তেমনি দুঃখেরও। পুরনো দিন বড়ো বেশী মনে পড়ে। মা–বাবা, কাকু–কাকীমা, ঠাকুমা –দাদু সবাই যেন উঁকি মারে স্মৃতির আনাচে–কানাচে। মনে পড়ে যাঁরা আর নেই। যে দিনগুলি চলে গেছে তাকে তো মুছে ফেলা যায়না। মনে পড়ে ছোটবেলার কথা। পূজোর মাত্র পনেরো দিন বাকী। জামা–কাপড়, জুতো, ফিতে সব কেনা সারা। জুতোর বাক্স নিয়ে আদিক্ষেতার কথা মনে পড়লে এখনো হাঁসি পায়। জুতো জোরা বার বার শুঁকে বালিশের পাশে সন্তর্পনে রেখে দেয়া, বাড়ীতে যে–ই আসে তাকে বার করে তা দেখানো... এসবতো সবার ছোটবেলারই কথা।

দীপা চিরদিনই বিশেষ বিশেষ দিনগুলি বিশেষ বিশেষভাবে উপভোগ করতে ভালবাসে। এখানে আসার কয়েক বছর পর থেকে দীপা পয়লা বৈশাখের প্রাক ভোরে মন্দিরে যায়। সঙ্গে অলোক। সেখানে মন্ত্রোচ্চারণে সূর্য্যবন্দনা, কোলাকুলি, চা–মিষ্টি এক স্মৃতি সেদুর ভালোলাগায় মনটা ছেয়ে যায়। যেন স্নিগ্ধতায় স্নান করে ওঠে। অবশ্য পরিচিত অনেকেই এসবের গুরুত্ব দিতে চায়না। রবীন্দ্র জয়ন্তীতেও অনুষ্ঠান দেখতে ভালবাসে। অলোকের অশেষ কাজ থাকলে নিজেই রবীন্দ্রনাথের ছবিতে মালা–চন্দন পরিয়ে বন্ধুদের নিয়ে গান–বাজনা কবিতা পাঠের আসর বসায়। দোলের দিনেও নানা রঙে রঙীন হতে ভালো লাগে। সরস্বতী পূজোর দিন বাসন্তি রঙে সাজায় নিজেকে।

দীপাকে আজ ভাবুকতায় পেয়ে বসেছে। কোন কাজই করতে ইচ্ছে করছে না। মায়ের কথা মনে পড়ছে। বাবা ডাক্তার, সারাক্ষণ রুগী নিয়েই ব্যস্ত। মাকে ঘরের কাজ বাইরের কাজ সবই করতে হয়। দীপার নিজের ভাইবোন ছাড়াও খুড়তুতো–জেঠতুতো, দাদা–দিদিতে ভরা সংসার। কম্পাউন্ডার কাকু ও তার ছেলে–মেয়ে, পাশের বাড়ীর হারু কাকুর ছেলে–মেয়ে মা সবার জন্য কেনেন নতুন জামাকাপড়। বাবার আদেশ ছিল– নিকট আত্মীয়রা সবাই যেন পূজোয় নতুন জামাকাপড় পরে। এ ছাড়া নানারকম খাবার বানাতে হয় মাকে। তিলের নারু, নারকেল নারু, নানারকম মোয়া, বরফি, নিমকি, গজা ইত্যাদি। বাবা মজা করে বলতেন পূজোর দিনে ছেলেমেয়েরা হেঁসেলের যেখানে হাত বাড়াবে সেখানেই খাবার পাবে, এই না হোলে পূজো। বাবার এই ইচ্ছাপুরণেরই যেন মায়ের তৃপ্তি। মাকে তাই পূজোর দিনকটিতে ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। অন্যান্যরা সাহায্য করলেও মা–ই বেশী কাজের দ্বায়িত্ব নেন। মায়ের এই ব্যস্ত মুখটা দেখতে দীপার খুব ভাল লাগে। মা যেন অন্নপূর্ণা। ঠাকুমার কাছে শুনতো অন্নপূর্ণা নাকি সবার খাবার যোগান–মা ও তাই।

বড়ো হবার পর ষষ্টী, সপ্তমীতে নিজের ইচ্ছেমতো পোষাক পরে, কিন্তু অষ্টমীর দিন মা বলেন– 'লাল পাড় সাদা শাড়ী পরো, আর কপালে লাল টিপ। দেখবে কেমন ঠাকুর ঠাকুর দেখতে লাগবে তোমায়। এতে এক সুচিস্নিগ্ধ রূপ প্রকাশিত হয়।' মায়ের কথার গভীরতা বুঝতে পারেনা। মা–ও এমনই সাজেন শুধু আঁচলে তার চাবির গোছা। নবমীর দিন সবাই মিলে ঠাকুর দেখতে যাবার পালা। বাবা এই একটি দিনই চেম্বার বন্ধ রাখেন। গাড়ী না থাকায় কখনো রিক্সায় কখনো হেঁটে ঠাকুর দেখা হয়। ঠাকুর দেখা শেষ হলে বাবা ছোটদের প্রশ্ন করেন ক'টা ঠাকুর দেখা হয়েছে, যে সঠিক উত্তর দিতে পারে তাকেই দেওয়া হয় সুন্দর উপহার।

বিজয়া দশমী অম্ল–মধুর দিন। পূজো শেষ, আনন্দও শেষ। প্রতিমা বিসর্জন দেখার অনুমতি নেই কিন্তু বাড়ীর আনন্দও তো কম নয়। এই দিন গানের আসর বসে। তাতে দাদা–দিদি বাড়ীর বন্ধুরা সবাই অংশগ্রহন করে। মা'ও লুচি ভাজতে ভাজতে গলা মিলিয়ে যান। সবশেষে লুচি তরকারী মিষ্টি দিয়ে আসরের সমাপ্তি ঘটে।

বিয়ের পাঁচ বছর বাদে দীপা আবার পূজোতে বাপের বাড়ী যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু এবারের অকাল বোধন বাধ সাধছে। প্রচন্ড বৃষ্টি, থামার নামগন্ধ নেই। কখনো কখনো ভাবছে টিকিট ফিরিয়ে দেবে কিন্তু মায়ের মুখটা মনে করে কিছুতেই না যাওয়ার কথায় মন সায় দিচ্ছে না। নাতি–নাতনী মেয়ে – জামাই সবার আগমনের কথা ভেবে মা যে কত পরিশ্রম করছেন সেটা দীপার অজানা নয়। অগত্যা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দীপা পূজোর দুই দিন আগে পৌঁছলো। ঢুকেই দেখলো মা শুয়ে আছেন। গায়ে প্রচন্ড জ্বর। শ্বাস নিতে পারছেন না। সবাই হতবাক। বাবা বোল্লেন, মা নাকি ভিজে ভিজেই সবার জন্য জামা–কাপড় কিনেছেন। নাতি–নাতনী মেয়ে জামাইয়ের জন্য খাবার দাবারেরও আয়োজন করেছেন। এতদিন পরে সবাই আসছে তাই সবাইকে নিয়ে নাকি ভীষণ আনন্দ করবেন এবার। নিমোনিয়া হয়েছে। দীপা কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা। মাকে এমনভাবে কখনো শুয়ে থাকতে দেখেনি সে। বুঝতে পারছে এসব নিজের প্রতি অতিরিক্ত অত্যাচারের ফল। সারাক্ষণ মায়ের পাশেই বসে রইলো। ডাক্তারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ওষুধ–পথ্য দিয়ে চললো। মা কথা বলতে পারেননা। শ্বাসের খুব কষ্ট, তাই নিয়েই মাঝে মাঝে নিবু নিবু চোখে চেয়ে কি যেন বলতে চান, আবার চোখ বন্ধ করে ফেলেনে। দীপার কান্না পায়। মা তার কোন্ শেষ কাজের কথা বলে যেতে চান কে জানে। পরে মা আর তাকালেন না, কথাও বললেন না। অষ্টমী পূজোর পর মা চলে গেলেন তাঁর সব কাজ ফেলে। পাশে রইল নিত্যসঙ্গী চাবির গোছা। দীপা মা'কে লাল পাড় শাড়ী পরালো, কপালে সিঁদুরের টিপ। কাঁদতে কাঁদতে বোল্ল, তোমাকে খুব সুন্দর ঠাকুর ঠাকুর দেখতে লাগছে মা, প্রতিমা হয়ে উঠেছো তুমি, ঠিক যেন দুর্গা প্রতিমা। একটু পরেই তোমার বিসর্জন হবে। কিন্তু অষ্টমীতেই মায়ের বিসর্জন? পুজোর আর বাকী রইলো কি? মা ভাইদের কাধে চড়ে চলেছে। মায়ের শাড়ীর আঁচল পত পত করে বাতাসে উড়ছে। মা চলেছেন আর চলেছেন, কোন্ সুদুরে কে জানে? ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো দীপা নিজের অজান্তেই। হঠাৎ স্বামী অলোকের ডাকে চমকে উঠলো। অলোক বোল্ল এতক্ষণ কি ভাবছিলে? মেয়ের ফোন এসেছে ওরা আজ রাতে আসছে। ধীর পায়ে এগিয়ে চললো সে ভাবছে মায়ের মতো এত কাজ কোথায় তার? শুধু বাজার থেকে বার্গার, পিজা, সসেজ, কাবাব ইত্যাদী এনে ফ্রিজ ভরতে হবে। অলোকের দিকে তাকিয়ে বোল্ল আজ বেরোতে হবে।

বি.এস.পি.সি'র উদ্যোগে প্রথম শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা

স্থানঃ **শ্রী শ্রী দেবী দুর্গা দেবাস্থানম**
21-23 Rose Crescent Regents Park
তারিখঃ **শণিবার ১৭ই অক্টোবর ২০০৯**

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

ইতিমধ্যেই শ্রী শ্রী শ্যামা প্রতিমা আমাদের মাঝে পৌঁছে গেছে।

আপনারা সপরিবারে ও সবান্ধবে আমন্ত্রিত।

Puja Pronami

The EC committee has decided the Pronami for this year's Durga Puja is $50 per member family, for Shyama Puja is $30, and $50 for Saraswati Puja. As usual, this is a nominal amount. However, Society is always open to accept any amount a member and devotee wishes to donate.

Deepavoli at NSW Parliament House with partnership of BSPC

Like last few years BSPC will proudly participate in celebrating Deepavoli at NSW Parliament House with other organisations and Hindu temples in NSW on Wednesday 21 October 2009. In this function Hindu community leaders and Priests from various community groups and temples along with NSW Ministers and MPs will attend. BSPC has been a proud member of the official executive committee of this yearly celebration.

Membership Renewal

Members are earnestly requested to renew their membership by paying the subscription at the Durga puja Donation counter. For your information, the membership subscription per year is $25.00.

The Executive Committee highly appreciates your valuable continued contribution in running and driving the Societal activities.

Puja Reunion 2009

As a regular calender activity of the Society our Puja Punormiloni (Reunion) will be held on Sunday 8 November 2009. The venue and program schedule will be circulated on the Shyama Puja day.

A colourful cultural function has been planned with participation from our members and guests artists. Please register your interest with our cultural secretary Mr Dhruba Bhowmik to participate in the cultural function.

Sad News

Society's honourable member Mr Tapash Saha's father Budhar Chandra Saha passed away at around 6:10 am (Bangladesh time) on Tuesday 15th September 2009 at Soharwardi Hosital in Dhaka. He died at the age of 76. He left behind 4 sons and 2 daughters along with grand sons and grand daughters as well as a lot of well wishers.

Society is saddened by the loss and prays for the departed soul for rest in peace.

কাঁই না না, কাঁই না না, কাঁই না না

– অরুণ চক্রবর্তী

দুর্গাপূজা বাঙালির সবচেয়ে বড় সর্বজনীন উৎসব। কিন্তু তারচেয়েও দুর্গাপূজা বড় হয়ে আছে বাঙালির ব্যক্তি জীবনে। 'পূজো মানেই ছোটবেলা'– সবার ক্ষেত্রেই তা সত্য। ছোটবেলার দিনগুলোর পরে যেন আর দুর্গাপূজা আসেনি, এমনটাই মনে হয়। জীবনে যতবার পূজো এসেছে, তা যেন ছোটবেলার বাৎসরিক স্মরণ উৎসব মাত্র।

আমার ক্ষেত্রেও তাই। বাংলাদেশের উত্তর খন্ডের দিনাজপুরে কেটেছে ছোটবেলা। পঞ্চাশের দশকে। তখন না ছিল এত জাঁকজমক, না এত আয়োজন। একচালা দুর্গা ঠাকুর, বিপরীতে একটা মঞ্চ– তাতে পাড়ার বড়রা নাটক করেন, আর মঞ্চের সামনে টানা শতরঞ্চি আর ত্রিপল, তাতে মায়ের কোলে ঘুমে ঢুলে পড়া আমরা ছোটরা। বাইরে পাঁপড় ভাজার কড়াই, চায়ের কেটলি, লাঠিতে জড়ানো রঙিন বেলুনের ফোয়ারা। কিছুটা দূরে দেড়তলা সমান নাগর দোলার চাকা। হুল্লোড় বলতে আকাশে–বাতাসে ছন্দ তুলে তুলে ছড়িয়ে পড়া ঢাক–কাঁসরের মন ভোলানো ঢ্যাং কুড় কুড় আওয়াজ।

নীল আকাশের মেঘের ভেলায় ভেসে ভেসে সেই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ত সারা পাড়ায়, বাড়ির অন্দরেও। ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে মা'র গায়ে নতুন শাড়ির গন্ধ, কাকিমার উনোনে নারকেল গুঁড়ো আর চিনির জ্বালের সুবাস, নাস্তিক বাবার মক্কেলদের তড়িঘড়ি ছাড় দেবার তাড়া– এই সব নিয়েই তো পূজো। এখন মনে হয়, ছোটবেলায় পূজোটা আসন পাতে বুকের ভেতর, হৃদপিন্ডের ছন্দে ছন্দে একাত্ম হয়ে। তাই শেষ নিশ্বাসেও সঙ্গ ছাড়ে না ছোটবেলার দুর্গাপূজা। আমার বেলায় তো বটেই। আজও দিনাজপুরের সেই ছোটবেলার পূজোকে বয়ে চলেছি। একই স্রোতে। বাইরের হাজার চমকেও তা পাল্টে যায়নি। একটুও না। ১৪ বছর কলকাতায় আর দীর্ঘ ৩৩ বছর দিল্লিতে কাটানো এই ষাট দশকী শরীরেও বলব সে কথা।

আমার পূজোর ছোটবেলাটাকে ঘিরে আছে ঢাকের বাদ্যি। ছোটবেলা থেকেই নানা শব্দের প্রতি ছিল টান। ফেলে রাখা বাঁশের ডাঁইয়ের ডগায় লাফিয়ে লাফিয়ে রেলগাড়ির শব্দ তোলা, কেরোসিনের টিনে ব্যান্ড বাজানো, থালা আর চামাচে কাঁসর ঘন্টা, চেয়ার টেবিল বেঞ্চ মিলিয়ে জলতরঙ্গ এসব ছিল নেশা। প্রসঙ্গ করত না কেউ, তবে মেজদার হাতে পিটুনি জুটত অনেক। তাই পুজোর সময় ঢাক যে আমার প্রধান ও একমাত্র আকর্ষণ হবে বলাই বাহুল্য। এই একটি সময়ে আমাকে কেউ বকত না। বরং প্রশংসা করত। সন্ধ্যারতির সময় ধুনোর ঘন ধোঁয়ায় যখন দুর্গাঠাকুর আর মা– দু'জনের মুখই আবছা হয়ে যেত, দেখতাম, মা আমার দিকে ঠায় তাকিয়ে আছেন, দুচোখে প্র–শ্রয়ের দৃষ্টি। এমন কি, নাস্তিক বাবাকেও, দূরে, নাটকের মঞ্চের পাশে বসে, আমার বাজনার তালে তালে পা ঠুকতে দেখেছি। আমাকে আর পায় কে?

সত্যি, স্মৃতির প্রথম পূজো থেকে আজ অবধি, এই চৌষট্টি বছরের জীবনে, একটি বার ছাড়া, পূজোতে ঢাক আর কাঠি তুলিনি এমনটা হয়নি, একবারের জন্যও না। ২০০৬ সালের পূজোতে ছিলাম ইংল্যান্ডে, নিউ ক্যাসেলসে। সেখানে ঢাক ছিল না। টেপ ডেক–এ খিন খিন করে বাজছিল ঢাকের সুর।

বোধনের ভোরে আমাদের বাড়ির সামনের ঘন আমবাগানের মাথা ছাপিয়ে ঢ্যাং কুড় কুড় বাজনা ভেসে আসত যখন– চোখে মুখে জল না দিয়েই ছুটতাম মন্ডপে– এ গলি সে রাস্তায় পাক খেয়ে খেয়ে। আতঙ্ক হতো, যদি অপরিচিত ঢাকির দল এসে থাকে! যদি ঢাকে হাত না দিতে দেয়? যে বছর নিশ্চিন্ত ঢাকিদের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার শরীরের সারা আকাশ ভূমি সাগর পাহাড়ে ছড়িয়ে দিতাম আগমনীর সেই আনন্দ ছন্দ। বোলের তালে তালে ঢাকের ময়ূরপুচ্ছ দুলত, লাফাত, ঝুকত – বুক টান করত। মন্ডপের প্রথম ধোঁয়ার মেঘে শরীর আবছা হয়ে এলেও আমার চোখের সামনে ঝকঝক করত ঢাকের মোলায়েম মুখ। মোহিত হয়ে যেতাম।

একবার একেবারেই অপরিচিত এক ঢাকির দল এলো। আমি তখন ক্লাশ ফোর কি ফাইভে। দলটা ভারি। চার–জনের। সঙ্গে আমারই বয়সী একটা মেয়ে। কালো। আমার ছোট বোন শিখার মতো মিষ্টি মিষ্টি দেখতে। শান্ত। মেয়েটার গায়ে শরীরের চেয়ে ঝুলে লম্বা একটা নতুন ফ্রক– কাঁসি বাজায় কাঁই না না, কাঁই না না, কাঁই না না। বাজাবার সময় গলা থেকে বার বার ঝুলে পড়ে ফ্রকের গলা, প্রায় কনুই অবধি।

আমাকে সেবার এই নতুন ঢাকিয়া ঢাকের কাঠিই ছুঁতে দেয়নি, বাজানো তো দূরের কথা। কাঠি ছুঁলেই ধমকে ওঠে। ছোট্ট হাতে ঢাকে চাটি দিলে এমন করে তাকায় যেন জলে গুলে খেয়ে ফেলবে আমাকে। ভয়ে ভয়ে ঘুর ঘুর করি। বেলুন পাঁপড় পটকা–বন্দুক কিছুতেই মন লাগে না। বন্ধুরা ডেকে ডেকে ফিরে যায়।

এভাবেই সেবার ষষ্ঠী কেটে গেল। সপ্তমীর দুপুরে, শালপাতায় দোনায় ভোগের খিচুড়ি নিয়ে কাঁসি–বাজিয়ে মেয়েটার সঙ্গে বন্ধুত্বের চেষ্ঠা ছাড়া উপায় নেই। সেও তেমনি, আমার জামাকাপড় দেখে ভাবল, আমি রাজপুত্র। ড্যাব ড্যাব করে শুধু চেয়েই থাকে। কথা বলে না। খিচুড়িটাও নেয় না। কাঁসির আঙটা করা রশিটা আঙুলে শক্ত করে পেঁচিয়ে রাখে। যেন আলগা করলেই নিয়ে দৌড় দেব।

সপ্তমীর বিকেলে বরফ গলল। মেয়েটা আমার কাছ থেকে পাঁপড় ভাজা নিল। বেলুনটা নিল না। আরতির সময় ওর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। ও বাজাচ্ছিল। হয়তো লোভীর মতো ওর মোটা কাঠি আর হাতে ধরা চকচকে কাঁসির ছন্দের দিকে নিবিষ্ট তাকিয়েছিলাম, একসময় হঠাৎ মেয়েটা আমাকে জিজ্ঞেস করে 'বাজাবা?' আমি প্রায় লাফিয়ে ওর হাত থেকে কাঁসিটা নেই। দেখি, কী ধুম গরম মেয়েটার হাত আর আঙুলগুলো। কাঁসি বাজালে কি এমনটা হয়? মনে মনে ভয় পেলেও বাজাবার আনন্দে সে ভয় আর থাকল না। আমি ঢাকির দলে লাইসেন্স পেয়ে গেলাম। অষ্টমীর সকালে ঢাক বাজাতে পারব এমন একটা আশায় ঝলমল করে উঠল চারপাশ।

হলোও তাই। ঢাক বাজছে সকাল থেকে। সকালে সন্ধিপূজো। গাছের নীচে ঘট বসেছে। সবাই ঘিরে আছে পুরুত ঠাকুরকে। আমিও। ঢাকের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সবার মনেও তালের দোলা। আমার লোভ আমাকে নিয়ে গেল ঢাকিদের গায়ে গায়ে। মেয়েটা তখনো আসে নি। হঠাৎই ঢাকিদের একজন আমার কানের কাছে মুখ এনে বাজনার আওয়াজ ছাপিয়ে জোরে জোরে জিজ্ঞেস করে, 'বাজাবা খোকাবাবু? আমি অবাক। কিছু ভাববার আগেই সে কোমরে গোঁজা কাঁসি আর কাঠিটা তুলে আমার হাতে দেয়। কেল্লা ফতে! ঢাকে প্রোমশন পাবই এক সময়!

সন্ধিপূজোর পর খানেক বিশ্রাম। তারপর শুরু হলো মহাপূজা। ঢাকের ধুন্ধুমার। আমার হাতে কাঁসি। মেয়েটা তখনও আসে নি। এই সময় পাড়ার একজন বড় কেউ এসে ঢাকিদের একজনকে বললেন, 'একটা ঢাক বাদ যাচ্ছে কেন? এই বাবলু তো দারুণ ঢাক বাজায়। ওকে বাজাতে দাও।'

আর অমনি প্রায় বুক সমান উঁচু ঢাকটাকে কাত করে আমি ঢাকিদের একজন হয়ে গেলাম। কাঁসি বাদ। চার ঢাকির বাদ্যিতে মুখর হয়ে উঠল মহা

(১০শ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জহরদার বিয়ে

– অশোক রায়

জহরদা দশ দশটি বছর ইউনিভার্সিটিতে পার করে দিল। গত তিন বছর ধরে থার্ড ইয়ারেই আছে। সপ্তাহে অন্ততঃপক্ষে একবার মন্দিরে যায়। অনেক সিড়ি ডিঙিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় মন্দিরে যেতে হয়। ইদানিং তার অনেক কষ্ট হয়। শিব ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে– থার্ড ইয়ারটা পাশ করিয়ে দাও ঠাকুর। মনে মনে ভাবে পাশ করানোর দায়িত্ব সরস্বতীর হলেও, তার বাবা শিব ঠাকুর ভক্তের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবেই না। প্রার্থনা করে– বেয়াড়া শিক্ষকদের সুমতি দাও, ঠাকুর। মাস দুয়েক পর পরীক্ষা এল। ঘুম কাতুরে জহরদা চোখ রগড়াতে রগড়াতে পরীক্ষার হলে ঢুকে। ঠাকুরের নামে সব বিষয়ে পরীক্ষা দিল। এবারেও ফেল। সে বিশ্বাস করতে পারে না। মনে মনে শিক্ষকদের গালি দিতে থাকে আর কারও কারও ঠ্যাং ভেঙে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে।

একবার ইন্টারন্যাল কম্বাসশন ইন্জিনের পরীক্ষায় এক প্রশ্নের উত্তরে ডিজেল ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি একের বেশী হওয়ায় জহরদা লিখলেন Note- Common sense is a sense which is uncommon for a common person. যিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি রেগে জহরকে ডেকে পাঠালেন। শিক্ষক মহোদয় অনেক শাসালেন, বললেন– তুমি জীবনে কিভাবে পাশ কর তা আমি দেখে নেব। উত্তরে আমাদের জহরদা সাহসের সাথে বললেন– আমার বংশধর সূর্যসেনের সহযোদ্ধা ছিলেন, জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে জীবন দিয়েছেন আর আপনি আমাকে দেখান পাশ–ফেলের ভয়। এর পর থেকেই সব ছাত্রের মুখে মুখে জহরদার বীরত্বের কাহিনী প্রচার হতে লাগলো।

পরীক্ষার পর ছুটিতেও জহরদা বাড়ী যায় না। এবার তাকে পাশ করতেই হবে। একদিন জহরদার স্কুল শিক্ষক বড়দা এসে বললেন– বাবার হুকুম অনুযায়ী তোর জন্য পাত্রী দেখা হয়েছে, বয়স হয়েছে আর না করতে পারবি না। জহরদা না করতে পারলো না, বললো– 'তোমরা যা ভাল বুঝ কর'।

জহরদার কিছু বর্ণনা দেয়া যাক। তার গায়ের রং বেশ কালো। নিয়মিত গঞ্জিকা সেবনের ফলে গালের দুপাশ ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেছে। শরীর তার কংকালসার। থার্মোডাইনামিক্সের কঠিন কঠিন অংক করার চেষ্টায় মাথায় চুল নাই বললেই চলে।

জহরদা মনে মনে বেজায় খুশী। শোনা গেল কনের বিয়েতে মত নেই। তবে কনের বাবা–মা হবু ইঞ্জিনিয়ার বর হাতছাড়া করতে রাজী নয়। উঁচু বংশ, ছেলে ভাল আর কি চাই। শুধুমাত্র দু'টো সমস্যা, মেয়ের তুলনায় জহরদার বয়স ঢের বেশী, আর পাশ করতে একটু বেশী সময় নিচ্ছে এই যা। কনে পক্ষের অভিমত, এসব তুচ্ছ ব্যাপার। বিয়ের আয়োজন ধুমধামের সাথে শুরু হয়ে গেল। হলে হলে সাড়া পড়ে গেল জহরদার বিয়ে। ভাবটা এরকম– কে কে যাবি আয়। জহরদা তার ঘনিষ্ট জনদের নিমন্ত্রন শুরু করে দিল। অনেকেই বলতে লাগল– জহরদা আপনার বিয়েতে নিমন্ত্রনের অপেক্ষা করবো না– চলে আসবো। জহর বলে অবশ্যই, অবশ্যই আসবা।

বিয়ে হচ্ছে চাঁটগা শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে, কনের পিত্রালয়ে। যথাসময়ে শুভলগ্নে বিয়ে শুরু হয়ে গেল। বরযাত্রী অনেকেই বললো– হোক না আমাদের জহর কালো, শ্রীকৃষ্ণও তো কালো। ব্রাহ্মণ, যিনি বিয়ে পড়াচ্ছেন তিনি অতিশয় পন্ডিত ব্যক্তি বোঝা গেল। শুদ্ধ উচ্চারনে, উঁচু কণ্ঠে বিয়ের মন্ত্র বলে চলেছেন–যদিদং হৃদয়ং... ইত্যাদি। হঠাৎ ব্রাহ্মণের চোখ পড়লো কনের দিকে। মাথা নিচু করে বসে আছে, কোন মন্ত্রই উচ্চারণ করছে না। আর এদিকে বরের কপাল ও মুখে সাদা সাদা চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজানোয় আরও বেশী কালো মনে হচ্ছে। ব্রাহ্মণ কনেকে মন্ত্র উচ্চারণের সুরে সুরেই রাগের স্বরে বললেন– রক্ত বর্ণ পুয়া এবা দেখ্‌খো না। কনে এবার মাথা নিচু করেই স্পষ্ট ভাবেই বললো– নো দেখ্‌কি। ব্রাহ্মণ আবারও বললেন– রক্ত বর্ণ পুয়া এবা দেখ্‌খো না। কনে এবার রেগে বল্‌লো– নো দেখ্‌– কি। ব্রাহ্মণ আবারও মন্ত্রের সুরে তবে বেশ উঁচু কণ্ঠে সুরেসুরে বললেন– ওবা মায়েপুয়া, দেখ্‌কো বলে ক। কনে মাথা নিচু করেই থাকলো। এভাবেই আমাদের জহরদার বিয়ে হয়ে গেল। কনে খুশী হোক না হোক, জহরদা খুশী, আমরাও খুশী।

কাঁই না না, কাঁই না না

(৯ম পৃষ্ঠার পর থেকে)

অষ্টমীর মহাপূজা। সবাই ঘিরে দাঁড়ালো আমাকে– আমার মাথায় কানে আর হাতে যেন যাদুর ছোঁয়া। সবাই বাহবা বাহবা করতে লাগলেন। কে একজন দাদা কাঁসি নিয়ে ঢাকের তালে তালে আমাদের মাঝখানে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে মেতে উঠলেন। মা সেখানে ছিলেন না তখন, বাবাও না। তাহলে আনন্দটা আকাশ অবধি ছুট লাগাত।

সেদিন মহাষ্টমীর পূজোর শেষে সব শান্ত হলে বাড়ি গেলাম। মন্ডপে ফিরতে ফিরতে দুপুর। ভোগ খাব। আড় চোখে দেখি, চার ঢাক, কিন্তু তিন ঢাকি। কাঁসিটা চিৎ হয়ে আছে। সেই দাদাটা সামনে, বললেন, 'বাবলু, তুই আবার ঢাক বাজাবি। হরনাথ তো হাসপাতালে। ও আজ আসবে না। ওর মেয়েটার পক্স হয়েছে। স্মল পক্স হয়েছে। স্মল পক্স। ভেরি ডেঞ্জারাস।'

চমকে উঠি। জানতাম, স্মল পক্স খুব খারাপ। মানুষ মরেও যায়। ভয় পেয়ে গেলাম। মনটাও খারাপ হয়ে গেল। সকালে ঢাক বাজাবার সময় বার বার মেয়েটার মুখটা মনে পড়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, ওকে দেখাই, আমার হাতের যাদু।

কিন্তু দশমী অবধি মেয়েটা বা তার বাবা –ঢাকি আর এলো না। পরের বছরও না। পরের বছর এসেছিল আর এক নতুন দল, সঙ্গে কাঁসি বাজিয়ে একটি ছেলে। সেই মেয়েটা আমার ঢাক বাজানো কোনদিন দেখতে পায় নি। পাবেও না।

আজো, প্রতি বছরই ঢাকের কাঠি ছুঁই, ঢাক বাজাই। কিন্তু কাঁসিতে তাল বাজাইনি আর। যখন ঢাক বাজাই, কানে বাজে মেয়েটার কাঁসির বোল– কাঁই না না, কাঁই না না, কাঁই না না....

বাংলা সাহিত্যে Parody (ব্যাঙ্গাত্তক) গানের স্থান

– ডঃ সন্তোষ কুমার রায়

বাংলা গান ও কবিতায় কবে থেকে যে Parody স্থান পেয়েছিল তা আমার অজানা। তবে এটা স্থান করে নিয়েছে সকলের অলক্ষেই। এ বিষয়ে কেউ কোনদিন চিন্তাও করেনি যে এটা একটা গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে বা গবেষণার ফল জনসমক্ষে তুলে ধরা যাবে। Parody কবিতা বা গান কোন জনপ্রিয় গান বা কবিতাকে ব্যঙ্গ বা বিকৃতি করে লেখা হলেও তা বেশ সৃজনশীলতার পরিচয় বহন করে। আর তা অনেক সময় অনাবিল আনন্দেরও উৎসস্বরূপ।

আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কোন সৃজনশীলতার পরিচয় না দিলেও Parody কে সংকলন আকারে জনসমক্ষে তুলে ধরছি। শুধু স্মৃতির উপর নির্ভরশীল বলে অনেক ভুলভ্রান্তি থাকাও বিচিত্র নয়। ভুলভ্রান্তি সহ মৌলিক রচনার অংশবিশেষ হলেও একেবারে হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে সাহিত্যের এ দিকটা কিছুটা হলেও রক্ষা পাবে। আর তাই রামসুন্দর বসাক–এর 'বাল্যশিক্ষা'–র 'প্রভাত বর্ণন' দিয়েই শুরু করছিঃ

পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল
গোয়ালারা গোহালে গাভী দোহাইল।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
সেলুনে বসিয়া বাবু দাড়ীগোঁফ চাঁছে।।
ফুটিল রান্নার হাড়ী সৌরভ ছুটিল
খিচুরীর লোভে কুত্তা আসিয়া জুটিল।
শীতল বাতাস বয় কাপায় শরীর
প্রকৃতির ডাকে হয় পয়োঘরে ভীড়।।
উঠে শিশু মুখ ধুয়ে মুড়ি খায় বেশ
পড়া রেখে খেলাতে করে সে নিবেশ।।

পরবর্তী Parody–টি হলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত 'উর্বশী' কবিতাকে নিয়ে। খুব সম্ভবত শরবিন্দু মুখোপাধ্যায় এটার Parody করেছিলেন। তার অংশবিশেষ এরূপঃ

নহ মাতা, নহ পিসি, নহ শিশু, নহ না বালিকা
হে অনন্ত যৌবনা শালিকা।
উষ্ঠে যবে আলতা দিয়া ভালে পড় খয়েরের টিপ
চাহিয়া তোমার পানে বুক মোর করে টিপ টিপ।
মনে হয় কেন আমি হলামনা দিল্লির বাদশা–
অথবা কূলীনপুত্র – গুষ্টিশুদ্ধ করিয়া বিবাহ
জীবন নির্বাহ করিতাম মহাসুখে– কুসুমে কুসুমে
পরিমল চুপে।
কোনকালে ছিলে কিগো পিলেরোগা
কাঁদুনে বালিকা
হে সর্বদা হাসিনী শালিকা–
চাহিয়া তোমার পানে অঞ্চল রহে আঁখিতারা –
ভায়রা ভায়ের জন্যে ভাবি ভাবি চিত্ত আত্মহারা
বহে অশ্রুধারা।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পরবর্তী তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব ঢাকায় এসে ভীষন ছাত্র বিক্ষোভের সম্মুখীন হন। সদরঘাট থেকে গুলিস্তান যেতে ছাত্র মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে কাঁদুনে গ্যাস সহ কয়েক রাউন্ড গুলিও চালাতে হয়। আর এ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কবিগুরুর বিখ্যাত 'সোনারতরী' কবিতার Parody করে পোষ্টার ছাপিয়েছিল। সে কবিতাটা আমি অনেক চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে পারিনি তবে একটা লাইন আমার মনে আছে, সেটি হলঃ

বারেক চালাও গুলি ঢাকাতে এসে –

এর পরের কবিতাটা ঠিক Parody না হলেও Parody–র মত করেই লেখা। ষাটের দশকের প্রথম দিকে মন্দা ও বেকারত্বের ভারে পশ্চিমবঙ্গ যখন বিপর্যস্ত তখন সাপ্তাহিক 'নবকল্লোল' পত্রিকায় এ কবিতাটা বেড়িয়েছিলঃ

বাড়ছে দাম– অবিরাম
চালের, ডালের, তেলের, নুনের
হাড়ীর, বাড়ীর, গাড়ীর, চুনের।
আলু সাঙ্গা বালু মাঙ্গা
কাপড় কিনতে লাগে দাঙ্গা
বাড়ছে যে দাম হুহু করে, সব কিছুর,
আঁখের, শাকের, কাঠের, পাটের, আম লিচুর।
অভাব শুধু নাই মানুষের – চাই কত মন,
চাই কত সের,
আন্ডা চাও, বাচ্চা চাও, জোয়ান–বুড়ো,
আসল ফাও।
চাহিদা নাই মানুষগুলার –
কেবলই তার নামছে বাজার।।

ব্যাঙ্গাত্তক হলেও কবিতার বানী স্থান, কাল নির্বিশেষে অতীব সত্য। ভাল মানুষের দাম সব সময় কমতিরই দিকে।

এবার Parody গানের কথায় আসা যাক। অনেকে গানকে নিজের জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্যে বা ভালবাসার মানুষটাকে না পেয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার প্রয়াস পেত Parody–র মাধ্যমে। এরূপ একটা Parody হলো সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'জীবনে যদি দ্বীপ জ্বালাতে নাহি পার' গানটি। Parody আকারে গানটি এরূপঃ

জীবনে যদি দ্বীপ জ্বালাতে নাহি পার
সমাধি পরে মোর হারিকেন জালিয়ে দিও–
এখনও দুরে আছি তাই তো বুঝনা
তুমি যে আমার কত অপ্রিয়।
সত্য যদি বলিতে পারিতাম
দেখতে তুমি ওগো নাই তোমার কোনই দাম
আমি আজ সসহায় –এ যদি মোর অপরাধ
ক্ষমা তুমি না করিও।।
আজ চিরতরে চলে যাচ্ছি আমি
তোমার ভুল নিয়ে বসে থাক তুমি,
এ ভুল ভাঙ্গাতে আসবোনা আমি হায়
শুধু রোদনই হবে তোমার করনীয়।।

এরকম আর একটি Parody হলো প্রয়াত দীলিপ বিশ্বাসের করা প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়ের গাওয়া 'একটি গান লিখ আমার জন্য'। গানটি দীলিপ বিশ্বাস Parody করেছিলেন এরূপেঃ

একটি বর দেখ টেপীর জন্য
না হয় টেপী হলই বা অতিশয় জঘন্য...।
সে বর যেন fielding মারার hero হয়
সে বর যেন চটাং চটাং কথা কয়
টেপী যেন হয় তাকে নিয়ে ধন্য...।
একদিন টেপী রাতে উধাও হয়ে যায়
পরে তাকে TSC তে পাওয়া যায়
TSC তে রাত কাটিয়ে টেপী হল ধন্য।
টেপীর মায়ে আজ বরই বেকায়দায়
টেপীকে যে ঘরে বেধে রাখা দায়
তাই একটা বর দেখ টেপীর জন্য
না হয় টেপী হলই বা অতিশয় জঘন্য।।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় আরেকটি বিখ্যাত Parody ছিল সিনেমার গান 'আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল' এর সুরে সিনেমার নায়ক নায়িকাদের নিয়ে। এ গানটি তখন ছাত্রদের মুখে মুখে ফিরত। গানটি এরূপঃ

সুজাতার হাতে আছে একরাশ নীল
আজীমের আছে কিছু গন্ধ,
নাদিমের চেহারায় জ্বলে জোনাকী
শাবানার বুকে মৃদু ছন্দ।
জানে নাত কবরী কি হবে তাহার
চিত্ত চৌধুরী যে খুলে না তার দ্বার
জানেনা কেমন করে বলবে।
কোন সে খেয়ালে ভেসে চলবে
বলি বলি করেও তার বলা হলোনা
জানেনা কিসের এত দ্বন্দ।।

বলা বাহুল্য গানটির Parody হয়েছিল দু'ছেলের জনক চিত্ত চৌধুরীকে ছেড়ে লন্ডন প্রবাসী সারওয়ার হোসেনকে কবরীর বিয়ে করার অনেক আগেই।

স্থান–কাল–পাত্র ভেদে কোন মৌলিক গানের Parody না হলেও পঞ্চাশের দশকে পল্লীগীতি বা মারফতি গানের আদলে অনেক Parody রচিত হয়েছিল। এ সমস্ত গান ধরে রাখার প্রয়াস হয়নি বা গ্রাম্য বলে তা ঐ এলাকাতেই বিলুপ্ত হয়েছে। উদাহরনস্বরূপ, অতি ছেলেবেলায় শোনা একটি Parody র অবতারনা করছি – যা তৎকালীন সামাজিক অবক্ষয়েরই বহিঃপ্রকাশ। যেমনঃ

কলিতে রইলনা আর মানীর মান (২)
মায়েরে বলে হারামজাদী, বৌরে মন্দ বল যদি
শেষকালেতে গুতো খাবি বৌয়েরই হাতের।
হায় হায় বৌরা আলতা মাখে ন্যাংরা পায়
গায়ের সাবান পায়না মায় –
কলির খেলা দেখবি যদি আয়লো দিদি
চইলা আয়
হায় হায় বৌরা পরে ঢাকাই শাড়ী টুটামিলও

(১২শ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাংলা গানের Parody

(১১শ পৃষ্ঠার পর)

পায়না মায়
সেই শাড়ীতে বুড়ী মায়ের লজ্জা ঢাকাই
হয় রে দায়।।

বলা বাহুল্য সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত পাকিস্তানে খুচরা যন্ত্রাংশের অভাবে কাপড়ের কলগুলোর খুব দুরাবস্থা যাচ্ছিল। ঢাকেশ্বরী কটন মিল কিছুটা ভাল চললেও চিত্তরঞ্জন কটন মিলের কাপড় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টুটা বা সুতা জড়িয়ে গিয়ে কাপরটির অনেক যায়গায় বুনন ঠিকমত হতনা ও তা বাজারে পাওয়া যেত অর্দ্ধেকেরও কম দাম। সে থেকেই এ গানের উৎপত্তি।

আমি এখন যে প্রসংগের অবতারনা করছি তা ঠিক Parody না হলেও সমকক্ষ। ষাটের দশকের প্রথম দিকে আমাদের স্কুলে বার্ষিক বিতর্ক প্রতি–যোগিতার বিষয়বস্তু ছিল 'কোনটি বেশী জনপ্রিয়– জারীগান না ওয়াজ মাহফিল' তাই নিয়ে তৎকালীন দশম শ্রেনীর এক ছাত্র জারীগানের আদলে এ Parody র অবতারনা করেঃ

ও আহারে এ এ এ ... ...
আইজ মরন কাইল মরন–
মরন একদা আছে,
বান্দা সৃস্টি কইরা আল্লায় যম লাগাইছে পাছে এ এ এ ...
ও আহারে এ এ এ ...
বিদেশে বিপাকে যদি কারও বেটা মারা যায়
দেশের লোকে জানুক বা নাই জানুক
আগে জানে মায়
মায়ে কান্দে যুগ যুগান্তর বইনে ছয়টি মাস
ঘরের রমনী কান্দে দিন কি চারি পাঁচ ...
কান্দিয়া কাটিয়া রমনী চুলে দিল ঝাড়া
এক স্বামী মারা গেছে দশজন আছে খাড়া
আ আ আ ...
সাজিয়া গুজিয়া রমনী মুখে দিল পান
ঘড় থেকে বাহির হইল যেন পুর্ণিমারই চান।

আর বিরোধী পক্ষ ওয়াজের স্বপক্ষে বলতে গিয়ে যে সমস্ত প্রসঙ্গের অবতারনা করেছিল তা এখানে উল্লেখ না করাই ভাল। কারন স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে মন্তব্য করলে হয়তো আমার মাথার দাম হবে বিলিয়ন ডলার। তাই ও বিষয়ে নীরব থাকাই উত্তম পন্থা। তবে শেষ বিচারে ও দর্শক ভোটে জারীগানের পক্ষই বিজয়ী হয়েছিল।

CPCL News

It is a good news that the CPCL has taken a new initiative in finding a suitable land for our dream Mandir. The CPCL board will soon draw a specific strategy on this matter and propose to you for your kind consideration.

While the Board is working on possible major fund raising initiatives for establishing the Mandir, it is fully aware of the great benefit of regular funding arrangement through direct and indirect contribution and support from BSPC members and well-wishers. The Board once again thanks to all those who have been contributing the recommended $200 lump sum and monthly contributions ($20 per month per member family and $10 per month per single member) to the Mandir (CPCL) fund. The Board is requesting again the BSPC members to pay their contribution dues (both $200 lump sum and monthly contributions) at the members' earliest convenience.

In addition, the CPCL board would like to request all BSPC members and well-wishers to return Ghatts at the CPCL counter during upcoming Shyama Puja and/or collect a new Ghatt from the counter to accumulate everyday puja pronamies, which has been used by many BSPC members in the past to raise funds for Mandir.

The CPCL board wishes you and your family a very happy Dewali.

Global Food Crisis

(Continued from page 17)

and children from the developing parts of the world, should not have to bear alone the consequences of natural disasters, political upheaval and civil conflict, often leaving them stranded and in urgent need of relief.

You may have heard about the 2008 Myanmar disaster. Cyclone Nargis was a tropical cyclone which hit India, Burma, Sri Lanka, and our very own Bangladesh, causing over 146 000 fatalities and an estimate of 10 Billion US dollars in damages. The local food prices were instantly and obviously affected as most businesses and markets had to close due to the deterioration of conditions, causing a two to three times increase in prices! See how lives can change overnight?

So what can WE do to change the painful realities of their lives? Wait for it to end? Studies are saying these skyrocketing prices and their backbone issues are here to stay through 2015! Surely, we could give something up for six years and be almost completely unaffected, but that isn't the case for food. The element of sacrifice together with the desire to help creates a simple but effective method of fundraising for those who are truly underprivileged. Do the 40 Hour Famine every year, sponsor as many children possible in your financial ability, become involved in active organisations, and help to reduce the detrimental effects of the Global Food Crisis.

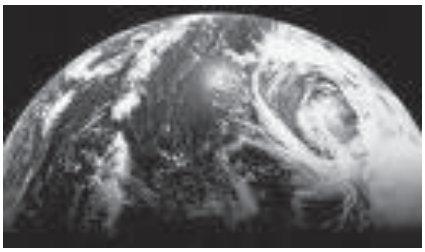

YoungSters Page

My Favourite TV Show
- Arnab Bhattacharya (7)

I usually enjoy watching different TV shows and particularly cartoon show. My favourite TV cartoon show is – "The Pinky and Perky Show". It is shown on ABC1 television at 6:40 am in the mornings and at 4:10 pm in the afternoons.

The Pinky and Perky show is about two pig brothers called Pinky and Perky. They work at the TV station, PPC-TV. They have a show there called the Pinky and Perky show. Their manager is a cat called KT. She is a very good friend but gets very angry whenever they do something naughty. The assistant at the studio is a turtle called Wilberforce and he is always making up ideas for the Pinky and Perky Show. The owner of the TV channel is Sir Percival, a crazy pig who is always firing and hiring workers. There is also a very nasty Fox who always tries to ruin Pinky and Perky's show called Foxy. But no matter how much she tries, she can never beat Pinky and Perky. Pinky and Perky also run a cartoon on their show called the adventures of Powerpig and Porker who are both superheroes. Perky voices Powerpig and Pinky voices Porker.

I really like the "Pinky and Perky" Show because it is so funny and enjoyable.

My Mum
- Aunonna Chowdhury (8)

My mum's name is Perry,
And she loves to eat cherry.
My mum never lies,
And she loves to eat pies.
When my mum gives me a push
I say I'm going into the bush.
I love my mum so much,
That we always keep in touch.
My heart and my mum's heart,
Will never break apart.

The Bunyip
- Raajon Sen (Arghya) (9)

Once upon a time there lived a Bunyip who did what he always did. It ate little insects for breakfast, go hunting throughout the day, and slept next to a tall tree at night. But he had a deep secret of his own- he was an evil creature that tried to trick all of the other animals in the bush.

One unusual day, when the Bunyip was hunting he met a kangaroo called Mrs Kangaroo with her Joey. When he set his eyes on them, his mouth began to drool. He was so famished! "Hmm", he thought. "The mother and Joey looks dunce. Maybe if I tempt them with a favourite snack, the mother and her Joey will become trapped together! Hehehe!" So the Bunyip said "Hello" to them, in a very disturbing and suspicious way. The kangaroo was quite scared of his large shape, but she smiled back trying to be kind.

Suddenly, the Bunyip asked Mrs Kangaroo and her Joey if they would like to have dinner with him at his tree. The kangaroo said she would be delighted to come. So that evening, the Bunyip set up a net above a heap of fresh vegetables. His idea was that the mother and her baby would be attracted towards the vegetables, and then he would drop the net above them to trap them once and for all! How clever he thought his plan was.

So that's exactly how it went down when they arrived. The Bunyip was jumping so wildly with laughter that he didn't realise that the kangaroo had clawed its way out of the net. Now Mrs Kangaroo was very furious! She did a 360 degree spinning-kick at the malicious monster and chased the Bunyip far away from the bush. "I knew he was up to no good, that Bunyip!" she said. And with that, she rescued her Joey out of the trap and together they ate their meal of fresh vegetables in peace.

Respect
- Sudipta Sarkar (11)

The same respect you show the familiar
The same respect you show others
As you may treat people known to you equally
But do so with others.

If ever there is a quarrel, the root of it
Is hidden in respect.
If ever you want to seek a solution to world wide
Discord, its foundations are hidden in respect.

With out respect the world would be in ravages
As well as a graveyard
Why make a truce while respect dwells
And Mother Earth is relieved of a burden.
While we create discord, Mother Earth grins and bears it.

Why bother with enmities
When there's work to be done with respect.
No time can be wasted for trivial matters
As this concerns every body.

(Continued on page 14)

(Continued from page 13)

2. The Ruins

How fearsome is this old wall
Crushed and torn by time
And great town buildings broken,
Work of structures collapsing.

Tumbling towers and fine roofs,
Broken down old gates.
Ceilings fallen, torn apart
By the hand of fate.

Great bright coffee shops
Banquets in the hall
Once were filled with laughter
Time put paid to all.

The Will Bender
- Pritha Barai (11)

"Bye, mum!" I shouted through the door as it shut behind me. I could hear my mother's worried words carried on the wind. The words soon became distant murmurs and I continued to head down the street to the park. A typical day in suburbia, a blue-grey sky and not a trace of excitement anywhere. Sauntering down the street with my head down and hood up I broke into a run. Small drops of precipitation began to collapse upon my back and head, the rain fell heavier as I passed the park gates and ran towards an old band stand. I skipped all three steps and leapt onto the platform, relieved I was out of the rain. It always rained here. Not a day without at least five minutes of downpour. I sometimes wondered why, but it seemed impractical to think that in a town like mine. They always the same thing, "It rains everyday because the heavens are sad that we humans cannot learn to be humble. The rain is Heaven's tears, you see." Their words were religious, for you see; the town was called Angels' Bridge. I tend to think of myself as a pagan, although if I said that out loud, I'd probably be taken to psychiatrist. I saw the world through the eyes of an outsider. It was strange and unknown to my unwilling eyes.

The rain died down and at last stopped. The patches of grass were surrounded by pools of muddy water and the puddles were ringed with the remains of the once-dry soil. My eyes had wandered off and I found myself looking at trees. I ripple went through the leaves. It seemed normal enough, until I realised there was no breeze. I looked again and the ripple was there, but in a different tree. Something dark and sinister looking spiralled down the trunk. It could've been a lizard, but what sort of lizard is that size? My heart began to pound in my ears as I saw I was the only one in the park. Alone. What was going to happen to me? I was trapped on a band stand alone with a monster which was just out of earshot. I examined it from the distance I was at. Standing still was probably my best option at the moment though. Its colour was rustic, like brass a centrepiece. Its head was elongated and machine-like. Teeth were barred and serrated and its jaw looked as if flesh had been torn from it. Its limbs and body were like mummified muscles that had been repaired with robotic parts that had rusted with years of exposure to liquid. Six fingers on its hands and tube like organs on its back. No lungs, heart or throat, just ribs and what seemed like a collar. Its tail was long and encased by an oxidized, metal snake's rib cage. It turned its head towards me and I froze, my fascination drowned in a sea of fear that was surrounded by inward-leaning mountains that reached up overhead and paralysed me.

When it saw me, its eyes locking on mine, a growl escaped from my throat. My lips curled back over my teeth and so did its. I didn't want to but another growl escaped the clutches of my fear. My lips moved and I found myself speaking with a voice so deep and evil, it sent shivers down my spine. "You shouldn't have come here human." The sides of its head glowed. "It's too dangerous for a vulnerable young one like you to be wandering around."I said, or at least I thought I said. I didn't want to speak. The thing saw my puzzled expression and lifted its arm. I lifted mine too. I understood now, it spoke through and acted through me. It thinks and I say. My lips trembled. My back was facing the steps. I took a step back. "Escape is futile. Surrender your mind and I will spare your life." Surrender my mind? What was going on? I had to speak my own words now. *I* opened my mouth without the alien-monster-thingy controlling me. The glowing on its head stopped. "What do want with me? What are you? Why are you here?" I said. Its glow started again and I began to speak its thoughts again. "I simply need your mind to feed on. You mind being you will. I am a vestigobucol from planet Minx. I have no purpose here only that I am, as you humans say, 'taking a pit-stop'." Its glow stopped. I slipped back into control of my mind. I thought about his offer, my will or my life? Should I keep my will and put others in danger? Or give it up in order to save my mother grief and the town from devastation? "I surrender." I said. The glow was back.

"Are you sure about your decision? It's not too late to change your mind." The glowing faded and stopped once again.

"No I'm sure." The glow this time was a quick rather than the slow fade in- fade out like before. It disappeared, then reappeared in front of me.

(Continued on page 15)

(Continued from page 14)

"Very well then human. From now on, your will is mine. Your decisions are mine and your fate is mine. Lower your head." The glow was gone and I did as I was told. I took off the hood and waited. I wasn't sure what to expect. Pain, a slight tingle or nothing at all? My thoughts all discontinued their train. For a few moments I saw nothing, felt nothing. Then, my vision still impaired, I felt the pain. The pain echoed through the now empty cavern of my mind. No words to describe it. The decision of how to describe it, no longer able to be made. It was over. The pain, the decisions, my life. It left leaving me behind, standing motionless on the band stand. My life now in the hands of the stranger I feared would end it...

My Cinderella story
- Arjun Sarker (12)

In the year 300X, there lived a girl by the name of Xanthe. She lives with her stepmother, Lady Stink and her ugly stepsisters, Uglypigsty and Smella.

Every day Lady Stink would make poor Xanthe do the most terrible chores of the house while she and the stepsisters lounge around all day like pigs. The reason for this is that Xanthe is far more beautiful than they are and think that if they overworked Xanthe, her beauty would fade away.

One fateful morning, the ugly stepsisters got so frustrated as Regulation day was nearing that they overworked Xanthe not only with chores, but with getting them dressed. Xanthe did the stepsisters' dressing so well that no-one could recognize them, but Xanthe was still more pretty, even wearing her old rags. The stepsisters then took more drastic measures to be more beautiful than Xanthe. Unfortunately for Xanthe, Uglypigsty decided on killing Xanthe, even Lady Stink agreed.

Later that evening, Xanthe was crying next to the fireplace for she had heard of the plan to kill her, so she decided to run away. She took a wishing seed, the best dress she could find (given that most of her clothes are old and worn out) some money and put then all in an empty coconut shell. Then she got all the fabrics and bed sheets and tied them by their corners and a pillar and threw them out the window, climbed down and without looking back, she ran into the forest.

The next morning, Xanthe went into town to buy some food when she saw a man running a contest where the winner gets a rainbow fish with jewel-encrusted scales. As Xanthe approached the fish an idea sprung into her head. She thought that if she was able to get the right materials, she could make her own unique dress for Regulation Day. But where would she find the right materials?

She searched every shop in town but found nothing she could use. When Xanthe decided to go back to her hiding place in the forest she saw one of her stepsisters crying. It was Smella.

"What do you want?" said Smella as she saw Xanthe approach her.

"I just wanted to know what you were crying about." said Xanthe comfortingly.

"What do you care?" Smella went on "All I've ever done was make your life miserable". She hesitated, then gave Xanthe a large heavy bag. And with this, Smella walked home.

As Xanthe opened the bag she found fabrics and materials of all kinds. Xanthe was so overjoyed by this gift that she went to the forest, took her wishing seed and made a wish that she could dance with prince Aranti at Regulation day, and threw it in the river.

It was Regulation day and Xanthe had made a dress fit for a queen. As soon as prince Aranti saw Xanthe, he danced with her the whole night. The next day they got married.

This was definitely a wish come true for Xanthe.

A Close Friend
- Auntora Chowdhury (12)

For words can't describe
A special glance,
Or explain a skipping heart,
Or how you make my world so right,
When we are apart…
So let me tell you what I mean
With this very special rhyme.
Your image feels my very soul,
Time after time, after time.

Hindu Mythology vs The 21st Century
- Srestha Mazumder (13)

Hindu Mythology, there is more to it than meets the human eyes. Hinduism first came 4000 years ago. We all know what Hinduism is a religion with many gods and goddess, each one representing an aspect of life and how we should live it. The Hindu religion tells us to love all that is around us, love all man kind and all religions. It tells us to give, and when giving give with a pure and happy heart, not a heavy one filled with grief and hatred. Hinduism teaches all to always see everything in a good way. Never to say or do or even think anything bad about anybody. And the most five important things which my guru had told me once which are Sat Goof, Do good, Think good, Be good and Stay good. Hinduism is a religion of love and peace as off is all the other religions in the world. As I said before Hinduism teaches all these things. And we the humans have respected and have followed all those rules. But ladies and gentle men we the new generation, the people of the 21st century have forgotten all these rules and have started to do things that are not only harmful for us but also the people around us ho have to suffer for our foolish decisions. Our actions are destroying our own society and culture. If you don't understand what im talking about well then take a look around and then think about the very few days we

(Continued on page 16)

(Continued from page 15)
had of peace and when the people of the earth had been so innocent and nobody ever lied.

Here in the 21st Century our world is filled with lies and cheats. You see the kings lying to their subjects. People in poorer country living in poverty. People dying of hunger, no shelter and the heat and cold. As you see we people have made this all by ourselves it is a manmade disaster which has no end to it. Many years ago everybody lived happily and without a worry of steeping out of their door steps. Women in many countries are scared to step out of their door steps in the fright of getting abused. Well friends of the 21st century you tell me is this right or wrong? When ever something like this happens we blame it on god and say that "What ever god does does it for good" But that folks is not true. God didn't do any of this. We always call on god when such matters arise but we humans are so greedy that we have forgotten how many times the gods have descended and each time have purified the earth. But as soon as they leave we go on in the way we did before. And think that all will be fine. A perfect example is when Ma Durga her self had descended on earth, and when she came she had taken a total of nine days to destroy all evil that has risen. So as you see god has sent us to earth with a brain and the knowledge to differ good from bad. From a young age if a child sees a scary picture they are scared and thing it is bad, when they see a nice colorful picture with flowers they thing it is good. As you see we are born with the knowledge to differ these two things from each other. But we are such fools ourselves that we do things bad ourselves and blame it on others. We never thing twice before doing anything. And that folks is the reason for so much treachery and misery going on in the world today.

Hinduism and all the other religions in the world have all come with the same message and that is to love all around you. But as the years have gone people have changed the meaning and have implied it to the outside world in a way that people see bad of them. It is true that people still follow the rules that our guru's have pointed out, but along with that there is a great deal of people who don't. A classical example is the example of Ravan abducting Sita. Raven had done a grave sin and crime that is unacceptable even today. People should learn from their mistakes and also look around them and follow the good sides. But as you know some people are foolish and never think twice of what they are dong and what the consequences will be. Which is now the reason for so much disruption on this planet that was walked by our gods and goddess once before.

Durga Pooja
- Priyo Mazumder (14)

Durga Pooja is an important Hindu festival which is marked by worshipping Goddess Durga during a period lasting 9 days. Celebrations of Durga Pooja are visible throughout the country including the state of West Bengal, India and Bangladesh, Assam, Bihar etc where the festivities take gigantic proportions. Many pandals are decorated during the Durga Pooja festival in honor of goddess Durga. Fasting, festival dishes, devotional songs and decorations are some of the main aspects of the Durga Pooja festival.

Mother Durga is known to be a very powerful Goddess in the Hindu religion. Some other goddess' are Goddess Laxmi and Goddess Kali.

Hindu religion teaches people the basic and most useful things to do. Basically, it teaches us honesty, devotion, loyalty, generosity, responsibility, respectfulness, loves to all mankind and everything in the Earth ecosystem and the most important thing in life to be a good person.

Hindu religion is a religion that existed nearly 4000 years ago and is still worshipped and followed by millions of devotees. It is one of the largest religions in the world. The Pooja is a festival that brings peace and harmony in the lives of the devotees. Pooja brings immense happiness with it and before going it leaves drops of tears and the wait for it to come again.

But in my opinion the Durga Pooja is a festival that brings and spreads colour of joy, happiness, reunion and much more in our prestigious lives.

Anger
- Sharmistha Sarkar (14)

Anger is fire
Steaming through hot head
Anger has no patience
No cool heads
Anger is hot and burning red
Anger is without thinking
Smashing so suddenly
Bleeding and bleeding to death.

2. Hate

Hate is mean
Hate is hurtful
Hate is the beastly eyes of devils
Rough and tough they punch and kick
The fair skin is bruised and hurt
Rushed to hospital for stitches and cliches.

3. Joy

Joy is the sense of victory
Joy is to be proud for
Joy is a blissful moment
Like to be victorious
Riding on a chariot.
The people crowding and cheering
As fame travels on one's way
For victorious win, with joy
He or She'll be in the pages of history.

4. Happiness

Happiness is joy
Happiness is laughter
Happiness is feeling of fresh and activeness
The sun shines up
So bright and beautiful

(Continued on page 17)

(Continued from page 16)

Like a garden with roses and flowers
With fountains of sculptors.
Walking around the garden
Make us feel so happy and fancy.

Devi Durga: my Little understanding

- Misty Paul (15)

Devi Maa Durga, for thousands of years has been considered a significant godly figure in Hinduism. An embodiment of 'shakti' (creative feminine force), she had gained her name 'Durga' (The Invincible) after killing the asura Durg. She is portrayed to ride on a lion/ tiger, havie10 arms with weapons in each hand, a meditative expression, and practice mudras. Maa Durga also is one of the forms of Devi, the core form of every Hindu Goddess.

In Hinduism, Maa Durga she is depicted to be the fierce and demon fighting form of Lord Shiva's wife, Parvati. She exists in a state of svatantrya (dependence on the universe and nothing more) and also is thought to be fiercely compassionate, brave, patient and also a person who has complete control in all situations.

Durga is regarded as the warrior aspect of the Devine mother, and her darker re-incarnation is Maa Kali. She appears to be a radiant goddess, glowing with passion and power, with the third eye, ten commanding hands, thick voluminous curly hair and a blazing red-golden aura. Her form shows not only her prestige, but the power she holds as a godesss. Maa Durga's feminine powers as a goddess has been created from the energies of the gods. The weapons she holds in each hand has been gifted to her by several other gods, for example; Rudra's trident, Vishnu's discus, Indra's thunderbolt, Brahma's kamandalu, Kuber's Ratnahar and so on.

According to the narrative from the Devi Mahatmya story of the Markandeya Purana text, Durga was created as a warrior goddess to fight an asura, (an inhumane force/demon) named Mahishasur. He had unleashed a reign of terror on earth, heaven and the nether worlds, and he could not be defeated by any man or god, anywhere. All the gods soon found that they couldn't stop him, so they turned to Brahma, who unfortunately could not do anything either. Soon the gods lead by Brahma went to Lord Shiva and Vishnu, to seek help. The gods including Shiva and Vishnu were furious about the situation on Earth. Suddenly beams of energy streamed from their body, and met at the Ashram of the priest Katyan. In the brilliance of the light Durga had emerged, taking her name from Katyan. She had now come to defend the gods from Mahishasur.

Mahishasur underestimated Durga's feminine power, only to realise her strength, after she caused severe earthquakes all around the world simply by laughing. In fear and uncertainty, he then tried to attack her in many forms (buffalo, elephant, lion and man) yet she was always victorious. He tried to destroy her once again, in the form of a buffalo, but Maa Durga had lost her patience. In anger she raised her sword and decapitated Mahishasur. This epic tale has given Durga the nane: Mahishasurmardhini – the slayer of Mahishasur.

Durga Puja is widely celebrated in the Bengals, Orissa and Bihar, as it is the biggest annual festivals in these areas. It is also feverously celebrated in all other parts of India, Bangladesh and Nepal. Thought the puja is held over 4 days, Navrati is actually the period of worship, which occurs in the 9 days prior to the last day called *Vijayadashami* in North India or five days in Bengal. Navadurga which is the 9 aspects of Durga, is meditated through these nine days, one part each day, devout Shakti worshippers.

Maa Durga, in the 21st century continues to be the ultimate symbol of integrated force against evil, and is worshipped and celebrated by many devotees throughout the globalised world. Through the spread of Hinduism in both eastern and western countries, her principles and compassion continues to resonate in today's world.

The Global Food Crisis

- Pradeepti Sen (Ankan) (15)

"Knowing that children are going without food for one day is bad enough, but knowing that, because of the global food crisis, children are going without food for days on end is simply too hard to stomach."

- Compassion Australia

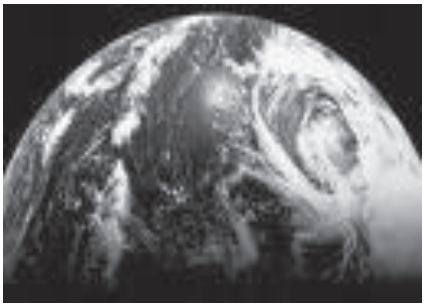

900 million hungry people around the world are struggling to eat one small meal a day, estimated to reach more than **1 BILLION** by the end of the year- a world record we never wanted to set. People from **thirty-three** countries are suffering. **25 000** children die from hunger and preventable diseases every day.

Those may have been just facts to you, but in reality, they are people. Children and families from mostly Sub-Saharan Africa and Asia are being destroyed by the famishing Global Food Crisis. Although it is almost impossible to pinpoint the exact cause of soaring food prices, experts infer rising fuel costs, lower agricultural production, weather shocks, more meat consumption, and shifts to bio-fuel crops each carry the blame. The basic staples that feed the world wheat, rice and corn continue their unstoppable rise in cost and scarcity, and claim countless lives through ordinary illnesses such as diarrhoea, malaria, tuberculosis and respiratory disease.

Here in Australia we may be feeling the pinch of having to pay a few cents more for petrol and food, but it is those who already struggle to live on less than a dollar a day that are paying the worst price of all—the inability to feed their children. Innocent civilians like women

(Continued on page 12)

For regular Societal News and Activities, visit our Website: www.bspc.org.au

Tax Returns

10 DAY REFUND

Individual (from $69), Business, Partnership & Company Tax Returns

Language Spoken: Hindi, Bengali & English

Contact: Swarup Sarker

ABN within half an Hour
Specialised in BAS Preparation

P.A. Tax & Accounting Pty Ltd

Registered Tax Agent
71 Burwood Road, Burwood
Phone: **02 9744 2077** Email: **tax@pa-tax.com.au**

হ্যারিস পার্কে নতুন বাংলাদেশী গ্রোসারিজ শপ চালু হয়েছে

আপনার প্রয়োজনীয় বাংলাদেশী সকল প্রকার শপিং–এর জন্য আসুন

২০ বছরের জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠিত লেবানিজ, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানীসহ রকমারী দেশীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় গ্রোসারীজের পাশাপাশি এখন পাবেন–

- বাংলাদেশী মশলা, সুস্বাদু মাছ, হালাল মাংস, চাল–ডাল, খবরের কাগজ, ফোনকার্ড, ভিডিও এবং সকল প্রকার বাংলাদেশী টুকিটাকি।
- আরো পাবেন টাট্‌কা শাকশব্জী, ফলমূল এবং কোল্ড ষ্টোরেজের সুবিধা।
- নতুন আঙ্গিকে নতুন ব্যবস্থাপনায় আমাদের সেবা গ্রহনের জন্য আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।
- আমাদের এখানে রয়েছে বাংলা পত্রিকাসহ রকমারী জিনিষ।
- বড় মাছ তাৎক্ষণিকভাবে কেঁটে দেয়া হয়।
- আজই আসুন এবং আপনার শপিং করুন।

আমাদের আতিথেয়তা গ্রহন করুন এবং শপিং করে আনন্দ বোধ করুন

HANDY MARKET
52 Marion Street, Harris Park, NSW 2150
Phone: (02) 9891 4372

MOON SPICES

মুন স্পাইসেস্

আমাদের এখানে সকল প্রকার বাংলাদেশী, ইন্ডিয়ান ও এশিয়ান গ্রোসারীজসহ তাজা তরি–তরকারী, বাংলাদেশী মাছ পাওয়া যায়।

আমাদের এখানে পাবেন দেশী–বিদেশী পত্র–পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ভিডিও ও অডিও ক্যাসেটসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী

SHOP NO.: 4, 161-165 BUNNERONG ROAD
KINSGFORD NSW
PHONE: 9315 3834 FAX: 9314 3184
MOBILE: 0418 210 404

বাংলাদেশীদের জন্য সুখবর

digital colour printing

A1 Printing–এর নতুন সংযোজন!!

অত্যাধুনিক ডিজিটাল কালার প্রিন্টিং

আপনার বিয়ের, জন্মদিনের কিংবা যেকোন অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রনপত্র বা যেকোন ধরনের রঙীন ছবি ছোট থেকে বড়, লিফলেট, পোষ্টার, বই, ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ, বিজনেজ কার্ড আমরা সিডনীতে সবচাইতে স্বল্প খরচে সম্পূর্ণ ৪ রঙে ডিজিটাল কালার কপি করে দেবার ১০০% নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানায় পরিচালিত ডিজিটাল কালার কপি আপনাকে দেবে নিখুঁত–ঝকঝকে ছবি।

আপনারা আমন্ত্রিত।

ছোটমনিদের ছবিসহ ক্যালেন্ডার

বিস্তারিত তথ্যের জন্য–
শেরওয়ান জামান
০৪১২ ২৮৬ ০৩৩

A1 INSTANT PRINTING
7-9 Addison Road, Marrickville NSW 2204
Phone: 02 9565 2301, Fax: 02 9565 2302

Doonside Tropical Foods

Spices Super Market

A STORE WITH A DIFFERENCE

Specials for Bangladeshi People-
- Bangladeshi Frozen Fish
- All Indian Spices
- Frozen & Fresh Vegetables
- Most of Indian Dals

Eid & Dewali Special **Bashmati Rice Save $$$**
- Rozana Bashmati Rice (Pakistani) 25kg bag $39.99 (**Save $5**)
- India Gate Classic 20kg bag $68.99
- All overseas calling cards from **$6.99**

Other Common Items-
- Hindi Audio/Video Cassettes & DVDs for Sale & Hire
- Fresh Vegetables
- Frozen Meat

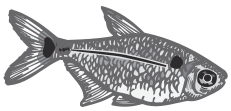

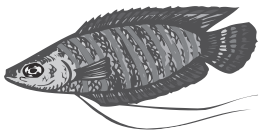

First Continental Indian Outfit in Doonside!
Our Prices are as Low as it can be!!

Open 7 Days

Please visit us and Check our Prices!!!

18 Hillend Road Doonside NSW 2767
Ph: (02) 9622 2451

7:30 am To 8:30 pm

আনন্দধারা

THE STREAM OF JOY

Quality Service for Quality People

Try our exclusive 15 days IMPORT & HOME DELIVERY service for items of your choice

Contact : Tel (02) 975 888 00, 0412 554 674 (6 pm - 10 pm)

www.smgsydney.com.au smgsydney@hotmail.com

MIM TRAVEL

Licence No: 2TA 55

★ স্বল্প খরচে ওমরা হজ্ব ও বিশ্ব ভ্রমনে আমাদের পরামর্শ নিন।

★ বিশ্বের যে কোন জায়গার টিকেট ১০ মিনিটের মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

Credit Card Welcome

Phone: (02) 9280 2577 (9am-4pm) **Fax:** (02) 9211 5592, (02) 9929 7721 (10am—9pm)

Mobile: 0422 834 847 (Optus), 0404 392 618 (3 Mobile)

Email: bodiur@hotmail.com

Open 7 Days

Contact:

Bodiur Rahman (Hamim)

Shop 12, Railway Square Tunnel

Sydney 2000

Lowest Fare Guaranteed

Bengali Books Online

All about the World of Bengali Books

We are dedicated to serve the quality readers all over the world with widest possible range of Bengali books available.

To place your order online please visit:
http://www.bengalibooksonline.com/

NOW!

Contact Email: bengalibookstore@gmail.com

ACCOTAX CONSULTANT

Public Accountant & Registered Tax Agent

Available Services

Tax & GST Services

- Individuals, Sole Traders, Trusts, Partnerships, Companies & Self-Managed superfund's.
- BAS, IAS & GST Returns
- Tax & Financial Planning.

Accounting & Advisory Services

- Company Formation
- Business consulting
- Business plan
- Financial statement
- Insurance

Bookkeeping Services

- Day to Day Bookkeeping
- Weekly Expenditure & Sales Summary
- Monthly Budget & Cash Flow
- Bank Reconciliation
- Financial Statement

Finance

- Personal Loan
- Home Loan
- Mortgage Refinance
- Business Finance

Other Services

- Travel Agency
- Money Transfer

Training

- MYOB Professional Training
- Bookkeeping Training

1515A Botany Road, Mascot NSW 2020 PO Box: 542 Mattraville, NSW 2036

Tel: 02-83389550 Mob: 0403191199 Fax: 02-83389510

OPEN 7 DAYS
8.30 AM - 10.30 PM

FamilyNeeds
ACN: 129 700 705. ABN: 27 129 700 705

আন্তরিক ও উন্নত সেবার অঙ্গীকার নিয়ে
সর্বাধুনিক ব্যবস্থাপনায় সিডনীতে পরিপূর্ন
পন্যের সমারোহে সর্ববৃহৎ সুপার মার্কেট

সিডনির সর্ববৃহৎ ও সর্বাধুনিক বাংলাদেশী সুপার মার্কেট

অষ্ট্রেলিয়ান মোসারী | বাংলাদেশী মোসারী | ফ্রেশ ভেজিটেবলস | হালাল বুচার

19A Evans Avenue, Eastlakes Shopping Centre (Old MacDonald Building), Eastlakes NSW 2018

PH:02 9669 1069 FAX:02 9669 1560

প্রবাসে বাংলার দৃঢ় কণ্ঠ
বাংলা বার্তা
THE BANGLA BARTA

বাংলা বার্তা পত্রিকার পক্ষ থেকে সকলকে

শারদীয় পূজার শুভেচ্ছা

বাংলা বার্তা পত্রিকার পক্ষ থেকে
আপনাদের মূল্যবান মতামত, লেখা,
কবিতা, গল্প, ছড়া, প্রবন্ধ, চিঠি-পত্র
আহ্বান করা যাচ্ছে। এছাড়া ও
আপনাদের পন্য সামগ্রী, পাত্র-পাত্রী,
ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ক যে কোন
বিজ্ঞাপনের জন্য আপনারা স্বাদর
আমন্ত্রিত

লেখা ও বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
BANGLA BARTA
P.O.Box 3140, Eastlakes NSW 2018
E-mail: bangla_barta@yahoo.com.au

সবাইকে শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা...

Barrister Sirajul Haque

LL.B (Hons) LL.M (D.U), LLM (UNSW)

MS Haque & Associates

Registered Migration Agent No. 90005

Suite 30 Level 4
301 Castlereagh St. Sydney CBD
Phone: 9212 0601 (Chamber)

Thanks to Raffle Draw Sponsors

BSPC members sincerely convey their thanks and appreciation to the following respectable community members for sponsoring prizes for the Raffle Draw competition held at Durga Puja Festival 2009.

The sponsors are-

1st Prize: Mr Nirmalya Talukder (Royal City Solicitor)

2nd Prize: Mr Sirajul Haque (MS Haque & Associates)

3rd Prize: Mr Pankaj Rajbonshi (Astha Home Loans)

4th Prize: Moon Spices (Bunnerong Rd, Kingsford)